# পুরোণো প্রেমের জন্যে



ঢাকা, উয়ারী, কাল্‌চার হাউসে অভিনীত
প্রথম অভিনয় রজনী
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ সন

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৮

মূল্য ॥০ আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাশগুপ্ত
পার্শনেল্ এসিষ্টেণ্ট্
কাল্‌চার হাউস, উয়ারী, ঢাকা।

ঢাকা—
নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,
শ্রীকালাচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

## ( পাত্র পাত্রী )

### পুরুষ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ললিতবাবু | ... | ... | |
| দেবেন্দ্র ধর | ... | ... | |
| মতিলাল | ... | ... | |
| অটল | ... | ... | |
| প্রকাশ | ... | ... | উকিল। |

### স্ত্রী

| | | | |
|---|---|---|---|
| সুপ্রিয়া দাস | ... | ... | |
| কিরণ } লীলা } | ... | ... | ললিতের কন্যাদ্বয়। |
| রমা | ... | ... | দাসী। |



# পুরোণো প্রেমের জন্যে

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

( প্রকাশ সহ রমার প্রবেশ )

প্রকাশ। ওগো, দেবেন্দ্র বাবু তাহলে আসেন নি এখনো, কখন আস্‌বেন তাও জানো না ?

রমা কর্ত্তা বল্‌তে পারবেন। কি নাম বল্‌ব ?

প্রকাশ। প্রকাশ বোস্‌। কিন্তু দাঁড়াও একটু, তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

রমা। আমার সঙ্গে ?

প্রকাশ। হাঁ। তোমার নামটি কিগা, বাছা ?

রমা। রমা।

প্রকাশ। তোমার মুখটি তো বেশ সুন্দর, রমা, আর এতে বুদ্ধির ছাপ আছে।

রমা। শুনে যে আমার লজ্জা লাগ্‌ছে, বাবু।

প্রকাশ। সে ভালো লক্ষণ, রমা। তাতে বোঝা যাচ্ছে তুমি মানুষটি খাঁটি। লজ্জা পেতে লজ্জা নেই। একি সত্যি, দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে ললিত বাবুর মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে ?

রমা। হাঁ, বাবু।

প্রকাশ। আর একটি লোকের সঙ্গে যে ললিত বাবুর মেয়ের বিয়ের কথা ছিল তিনি কেমন দেখ্‌তে ?

রমা। বেশ সুন্দর। আর খুব ভালো মানুষ।

প্রকাশ। তাই নাকি ?

রমা। আমাকে কতদিন বক্‌শিষ দিয়েছেন।

প্রকাশ। তাঁর নামটা কি ছিল ?

রমা। মাপ করবেন, পরিবারের ভিতরের কথা বল্‌তে নেই।

প্রকাশ। ঠিক, ঠিক। ( স্বগত ) কিছু চাচ্ছে, দিই। ( প্রকাশ্যে ) রমা, তোমাকে আমি প্রশংসা করি। ( একটা আধুলি দিয়া ) তার চিহ্নস্বরূপ সামান্য কিছু দিলুম। ভদ্রলোকের কি নামটা বলেছিলে ?

রমা। মতিলাল বাবু।

প্রকাশ। তাঁর অবস্থা কেমন ?

রমা। খুব ভালো। মস্ত বড় বাড়ী ওদের।

প্রকাশ। লোকটা কি ললিত বাবুর মেয়েকে খুব ভালবাস্‌তো ?

রমা। ভয়ঙ্কর। দেবেন বাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে শুনে তিনি কেমন যেন হয়ে গেছেন।

প্রকাশ। এখনো কি তিনি এখানে আসেন ?

রমা। খুব কম। তবে আজ রাত্রে তাঁরও নেমন্তন্ন রয়েছে এখানে।

প্রকাশ। দেবেন্দ্র বাবু আস্‌ছেন, তিনিও আস্‌বেন, এটা কিছু অদ্ভুত না?

রমা। তা ঠিক। বল্লেই যে তিনি আস্‌বেন কেউ ভাবে নি। লীলা দিদিমণি নিজেই একথা বলেছেন শুনেছি।

প্রকাশ। ওঃ! শুন্‌লুম ললিত বাবুর মেয়েকে নাকি কোন্ আত্মীয়া অনেক টাকা দিয়ে গেছেন?

রমা। হাঁ, এক বুড়ী পিসী মারা গেছেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন তাকে।

প্রকাশ। এত টাকা! ললিত বাবুকে বল্‌বে তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

রমা। যাই, বল্‌ছি গিয়ে।

প্রকাশ। আর, রমা, রমা। (হাত ধরিয়া টানিয়া)

রমা। (তাহাকে ছাড়াইয়া নিয়া) শুধু আধুলিতে কি এতটা হয় বাবু! (নিষ্ক্রান্ত)

প্রকাশ। খবরটি বহুমূল্য। পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছে ললিত বাবুর মেয়ে! দেবেনটার ভাগ্য ভালো। এই মতিলালটার সঙ্গে পরিচয় করতে হবে। কে জানে, দেবেন ধরের খেলা যদি ফস্কে যায়, মতিলালটিকে হাতে রাখা ভালো। প্রকাশ বোস্ হট্‌বার ছেলে নয়।

(ললিত বাবুর প্রবেশ)

ললিত। আমার সঙ্গে কোনো কথা আছে?

প্রকাশ। মাপ করবেন, দেবেন বাবুর সঙ্গে আমার এখানে

দেখার কথা ছিল, তিনি কখন আস্‌বেন তাই জান্‌তে চাই।

ললিত। এখনি এসে পড়্‌বে। আপনি অপেক্ষা করবেন?

প্রকাশ। না, পরে আস্‌ব আবার! কখন্ সুবিধে হবে?

ললিত। আটটায় খাওয়া হয়ে যাবে; তারপরে এলেই ঠিক হবে।

প্রকাশ। আচ্ছা, আমি সাড়ে আটটায় আস্‌ব। অনুগ্রহ করে তাকে বল্‌বেন আমি এসেছিলাম।

ললিত। বল্‌ব। (নমস্কার করিয়া প্রকাশ নিষ্ক্রান্ত) লোকটি বেশ মজার। রকম দেখে মনে হচ্ছে উকীল হবে। দেবেনের সঙ্গে কাজ আছে দেখা যাচ্ছে। অন্য সময়ে এলেই পারতো। কি মধুর স্বপ্নটিই আমার নষ্ট করলে। রমা ডাক্‌লে, সেই সময় কিন্তু আমি মনে মনে য়ায় বাহাদুরী প্রত্যাখ্যান করছিলুম। (নিষ্ক্রান্ত)

(রমা সহ অটলের প্রবেশ)

রমা। আপনি এসেছেন কর্ত্তাকে বল্‌ছি গিয়ে। (নিষ্ক্রান্ত)

অটল। আমার কপালই এ রকম। কোথায় ভেবেছিলুম লীলাকে পাব এখানে। না, এই বুড়ো বাপটার ঘ্যানঘ্যানানি শুন্‌তে হবে গিয়ে এখন। হায়! এদের মা নেই। তা বিয়ের পর শাশুড়ীগুলো যতই জ্বালাতন করুক না কেন, বিয়ের আগে শ্বশুরগুলোর চেয়ে তারাই বাঞ্ছনীয়। চায়ের জল গরম করতে হবে, জানালা লাগা-

নো দরকার, বিছানা রোদে শুকুতে দিতে হবে, ছেলেটা কাঁদ্‌ছে ইত্যাদি কত ছুঁতোতেই তারা মেয়েকে ভাবী জামাইর সঙ্গে একা রেখে উঠে যান, তার ঠিক নেই ; আর বাপগুলো হাবা, বুড়োগুলো টের ও পায় না যে তাদের দেখ্‌তে কেউ আসে না।

( রমার প্রবেশ )

রমা। কর্ত্তা বল্‌ছেন আপনাকে লাইব্রেরীতে যেতে।

অটল। ( স্বগত ) নিরেট বুড়ো ভাব্‌ছে আমি নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছি ওর বকবকানি শুন্‌তেই। ( নিষ্ক্রান্ত )

লীলা। ( উঁকি দিয়া ) চলে গেছে, রমা ?

রমা। হাঁ, ছোট দিদিমণি।

লীলা। ( প্রবেশ করিয়া ) রমা, দরজার ফাঁকে কাণ পেতে শোনাটা অন্যায় মনে করিস্ তুই ?

রমা। অন্যায়ই তো।

লীলা। ঘরে একজন মাত্র থাক্‌লে আর সে ব্যক্তি যখন আপন মনে বকে যায় তখন শুন্‌তে দোষ নেই। এমন খাম্‌খা এতগুলো ভালো কথা নষ্ট হতে দিতে নেই।

রমা। আপন মনে বক্‌ছিল নাকি ?

লীলা। হাঁ। আচ্ছা, কোনো নূতন ব্লাউজ এসেছে দোকান থেকে ?

রমা। হাঁ, চমৎকার জিনীসটি।

লীলা। বাঃ, তুই কি করে জান্‌লি ?

রমা। আমি খুলে দেখ্‌বার লোভ সাম্‌লাতে পারি নি।

লীলা। এ তোর অন্যায়। কোথায় রেখেছিস ?

রমা। রান্নাঘরে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। কে কোত্থেকে দেখ্‌তে পায় তাই।

লীলা। এ কি রকম ঠাট্টা! শেষে বল্‌বি একটু গায় দিয়ে দেখেছিলুম।

রমা। না, না, আমি না। রাঁধুনী দিয়েছিল, তার গায় বেশ মানিয়েছিল।

লীলা। লক্ষ্মীছাড়ী হতভাগী! তোরা দুজনেই এর জন্য বরখাস্ত হবি।

রমা। তা আমি, ছোট দিদিমণি, ( কাঁদিয়া উঠিল ) আর এ রকম কখনো করব না।

লীলা। এক্ষনি আমার ঘরে নিয়ে রেখে আয়।

রমা। যাই, ছোট দিদিমণি। ( স্বগত ) রাঁধুনিটা সে দিন ভাজাগুলো সব একা খেলে, তার আক্কেলটা দিলুম।

( নিষ্ক্রান্ত )

লীলা। এমন কথাও শুনেছে কেউ কোনদিন ? আমি কর্ত্তা হলে এক্ষনি তাড়াতুম দুটোকে।

( কিরণের প্রবেশ )

কিরণ। সুপ্রিয়া দিদি আসেন নি এখনো, লীলা ?

লীলা। না।

কিরণ। আশ্চর্য্য! বলেছিলেন যে সকালেই এসে পড়্‌বেন।

লীলা। এরচেয়ে ভালো কাজ বোধ হয় হাতে আছে কিছু।

কিরণ। লীলা, তোর হয়েছে কি ? মেজাজ যে বেঁকে আছে।

লীলা। তা তোমারো বেঁক্‌তো, যদি রাঁধুনী বাম্‌নী তোমার নূতন ব্লাউজ গায় দিয়ে দেখ্‌তো।

কিরণ। বলিস্‌ কি !

লীলা। হঁা, তাই দিয়েছে সে, আর রমা বল্লে চমৎকার নাকি মানিয়েছিল তাকে। ( রমার অনুকরণ করিয়া )

কিরণ। কি সাহস ! বাবাকে বল্‌বো দুটোকেই ছাড়িয়ে দিতে।

লীলা। কোনো লাভ নেই। বাবা শুধু হাস্‌বেন। সে যাক্‌। দেবেন বাবু কখন আস্‌ছেন ?

কিরণ। এখনি আস্‌বেন। (লীলাকে বাহু দিয়া জড়াইয়া) লীলা, ভাই, কয়েক দিনের মধ্যেই যে আমার বিয়ে হয়ে যাবে সে যেন ভাব্‌তেই পারি না। তা দেবেন বাবুকে যতই ভালবাসি না কেন, এই স্বাধীন কুমারী জীবন জন্মের মত ছেড়ে যাচ্ছি এতে যেন মন কেমন করে ওঠে। ঐ সে দিনই তো দুটিতে মিলে আমরা কত খেলেছি, ঝগড়া করেছি, কত গোপন মনের কথা বলেছি।

লীলা। বেচারি মতিলাল বাবু ! (দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া)

কিরণ। ( রাগিয়া ) ওঁর নাম কেন তুলিস্‌ তুই, লীলা ?

লীলা। ওঁর জন্যে ভারি দুঃখ হয়। উনি বেশ লোক, আর তোকে খুব ভাল'ও বাসেন, দিদি।

ছেলের অসুখের সময় তিনি যা সেবাযত্ন করেছিলেন সে আশ্চর্য্য।

অটল। দেখে মনে হয় জীবনে তিনি অনেক দুঃখ কষ্ট সয়েছেন। ওঁর পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু জানেন না ?

লীলা। কিছু না। তাঁর অতীত সম্বন্ধে কোনো কথা উঠ্‌লেই তিনি অন্য কথা পাড়েন।

অটল। আপনাকে তিনি খুব ভালবাসেন মনে হয়। অবিশ্যি সেটা খুব আশ্চর্য্য কিছু একটা নয় যে কেউ আপনার সংস্পর্শে এলে আপনাকে ভালো না বেসে পারবে না।

লীলা। আপনার ভুল। একটি মেয়েকে জানি সে আমাকে রীতিমত ঘৃণা করে।

অটল। আমি তো বুঝি না আপনাকে কেউ কি ক'রে ঘৃণা করতে পারে।

লীলা। তাই নাকি !

অটল। আপনি—আপনি আপনার ফটো একখানা দেবেন বলেছিলেন আমাকে।

লীলা। আর তো আছে বলে মনে হয় না।

অটল। এল্‌বামে যে দুটো দেখ্‌লুম।

লীলা। ওঃ ! ওগুলো বিশ্রী দেখ্‌তে হয়েছে।

অটল। আমার তা মনে হয় না। একটা নিতে পারি ?

লীলা। নেবেন ইচ্ছা হলে। ( লীলা এল্‌বাম্‌ আনিল ; উভয়ে ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল, লীলা ফটো তুলিয়া নিতে তার

হাতে অটলের হাত লাগিল, তারা ভীষণ ভাবে চম্‌কিয়া উঠিল )

( ললিতবাবুর প্রবেশ )

ললিত। অটল, তুমি এত দেরী করছ কাগজটা নিয়ে যেতে ?

অটল। কোথাও পেলুম না, আজ্ঞে। সব ঘরেই খুঁজে দেখ্‌লুম।

ললিত। তোমার দৃষ্টিশক্তি তাহলে খুব খারাপ বল্‌তে হবে। আমি তো পাশের ঘরে টেবিলে পড়ে আছে দেখ্‌লুম।

অটল। ভারি আশ্চর্য্য তো ! ( স্বগত ) আমার কপালই এই রকম, ঠিক সময়টিতে এসে উপস্থিত। ভাব্‌ছিলুম বল্‌ব।

( রমার প্রবেশ )

রমা। সুপ্রিয়া ঠাক্‌রুণ এসেছেন, ছোট দিদিমণি। ( নিস্ক্রান্ত )

লীলা। আমি চল্লুম। ( নিষ্ক্রান্ত )

ললিত। চল, লাইব্রেরী ঘরে যাওয়া যাক্‌, এখানে বড় গোলমাল হয়।

অটল। যেমন খুসি আপনার। ( ললিত নিষ্ক্রান্ত ) বেশীক্ষণ ঐ ছোট্ট কুঠুরীতে আমাকে আট্‌কে রাখ্‌লে মাথাধরার ছল করে উঠে আস্‌তে হবে। ( নিষ্ক্রান্ত )

( কিরণের প্রবেশ )

কিরণ। কেউ নেই এখানে। দেবেনবাবু এখন এলে হতো। গাড়ী খুব দেরী কর্ছে আজ। আশাকরি—আশাকরি তাঁর কিছু হয়নি। রেলে কত দুর্ঘটনা হয়! সারাদিনটা আমার কেমন যেন ভয় ভয় করছে, একাধটা খারাপ কিছু হবে। এ সব মনে আনা বোকামি জানি, কিন্তু ঠেকাতে পার্ছি না। কে যেন আস্ছে। হয়ত তিনিই হবেন।

( রমার প্রবেশ )

রমা। মতিলালবাবু এসেছেন।

( মতিলালের প্রবেশ ; রমা নিষ্ক্রান্ত )

মতিলাল। কেমন আছ, কিরণ? দেরী করে এসেছি তার জন্যে ত্রুটী স্বীকার করছি, তবে—

কিরণ। ওঃ দরকার নেই। দেবেনবাবুও তো এখনো আসেননি। আপনি তো আগেই এসেছেন। বস্বেন কি? ( তাহারা বসিল ) আপনি যে বিয়ের উপহার পাঠিয়েছেন তা দেখে সকলেই খুব প্রশংসা করলে।

মতিলাল। খুসি হলুম শুনে। পুরোনো বন্ধু ভাবে আমি এই প্রার্থনা করছি, তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক্, কারণ বিয়ের পর ছাড়া আমার সঙ্গে হয়ত তোমার দেখা হবে না।

কিরণ। বাঃ! বিয়েতে থাক্‌বেন না?

মতি। পারব না থাক্‌তে, সহরে বিস্যুৎবারে কাজ রয়েছে।

কিরণ। এমন কি কাজ, পরে করলে হয় না?

মতি। সে হয় না। আর শরীরে না হোক্ মনে আমি এখানে উপস্থিত থাক্‌ব। জানি তুমি একটি আদর্শ স্ত্রী হবে, আর দেবেন বাবুও হয়ত তোমার উপযুক্ত স্বামী হবেন।

কিরণ। হয়ত কেন? নিশ্চয় হবেন বল্‌ছেন না যে?

মতি। সে নিশ্চয় ক'রে কি বলা যায়!

কিরণ। মতিবাবু, এমন ভাবে কথা বলা আপনার অন্যায়। অবিশ্যি দেবেন বাবুকে আপনি পছন্দ করেন না সে আমি জানি, তবে তাঁর বিরুদ্ধেও তো আপনার কিছু জানা নেই। এ অভদ্রতা, নিষ্ঠুরতার কাজ।

মতি। কিরণ, আমি সব করতে পারি, তোমাকে ব্যথা দিতে পারি না, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে পরিষ্কার করে সব কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলা। তোমাকে আত্মীয় ভাবি বলেই তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমার উচিত, তুমি ভাব্‌বে ঈর্য্যার বশবর্ত্তী হয়ে আমি বল্‌ছি. কিন্তু দেবেন্দ্রবাবুকে ঠিক মত চিন্‌লে তুমি বুঝ্‌তে পারবে, তাকে বিয়ে করার চেয়ে তোমার মৃত্যু ভালো।

কিরণ। মতিবাবু, আপনি সব বিস্মৃত হচ্ছেন। আমাদের

পুরোণো বন্ধুতার কথা মনে করেই আমি—আমি—

মতি। আমাকে বের হয়ে যাওয়ার দরজাটা দেখিয়ে দিচ্ছ না। দেখ, কঠোর কর্ত্তব্যের দায়েই আমি আজ এখানে এসেছি, এখনো আমি আশা করছি এই বিয়ে ঠেকাতে পারব।

কিরণ। সে কিছুতেই পারবেন না। ওঁর বিরুদ্ধে আপনার কি বল্‌বার আছে?

( জানালায় দেবেন্দ্রর আবির্ভাব ; সে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া পর্দার আড়ালে লুকাইয়া রহিল )

মতি। আমি জানি সে জোচ্চোর।

কিরণ। কি করে?

মতি। এ ঠিক কথা, কিছু দিন আগেই তাকে এক মেস্‌ থেকে চুরি এবং প্রবঞ্চনার অপরাধে বের করে দেওয়া হয়।

কিরণ। আর কিছু?

মতি। এই কি যথেষ্ট নয়?

কিরণ। হাঁ, সত্য হলে, তবে এ সত্য নয়। যাক্, এই কথা বল্‌ব তাঁকে।

মতি। সে তা অবিশ্যি অস্বীকার করবে।

দেবেন্দ্র। ( অগ্রসর হইয়া ) না, করবে না।

কিরণ। ( চম্‌কিয়া ) ওঃ, চম্‌কে উঠেছি একেবারে।

দেবেন্দ্র। মতিবাবু ঠিক খবর দিয়েছেন, এক মেস থেকে চুরি ও

প্রবঞ্চনার অপরাধে বাস্তবিক আমাকে বের করে দেওয়া হয়।

কিরণ। ওঁর কথা শুন্‌বেন না। আপনি যে এসেছেন সে তো আমি জান্‌তুমই না।

দেবেন্দ্র। না, নইলে এ ভদ্রলোক আমার নামে কলঙ্ক রটনা করছে এ আপনি কখনো কাণ পেতে শুন্‌তেন না।

মতি। মাপ করবেন, সত্য বলা আর কলঙ্ক রটনা এক নয়।

দেবেন্দ্র। এক হিসাবে মাত্র একথা সত্য। আমাকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু চুরি কিম্বা প্রবঞ্চনা আমি করিনি।

মতি। অনুগ্রহ ক'রে বুঝিয়ে বল্‌বেন আশাকরি।

দেবেন্দ্র। বুঝোবার নেই কিছু। যাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল তারা বড় লোকের ছেলে, তাদের কথাই সকলে বিশ্বাস করলে।

কিরণ। ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জার কথা!

মতি। এই কথাই কি আমরা বিশ্বাস করব?

কিরণ। আমি করি।

দেবেন্দ্র। দেখুন, ডুয়েলে আহ্বান আমাদের দেশের প্রথা নয়, নইলে—

কিরণ। থাক্, থাক্।

মতি। (স্বগত) বোকা বনেছি—ওকে সাবধানও করে দিয়েছি। এখন একটু ছলনা চালানো দরকার। (প্রকাশ্যে)

দেবেন বাবু, আমি দুঃখিত হলুম, হয়ত আপনি যা বল্লেন তাই সত্য।

দেবেন্দ্র। আপনি সত্য বলে বিশ্বাস করেন কিম্বা না করেন তাতে আমার কিছুই যায় আসে না।

কিরণ। এ থাক্ এখন। মতি বাবু, অনুগ্রহ করে বাবাকে জানাবেন যে দেবেন বাবু এসেছেন ?

মতি। যাচ্ছি। (দরজায় গিয়া স্বগত) আমাদের আরো হবে মশায়, এই শেষ নয়। (নিষ্ক্রান্ত)

দেবেন্দ্র। বাস্তবিক, মিস্ রায়, এ রকম মানুষের বানানো গল্পে আপনি যে কাণ দিচ্ছেন এই আশ্চর্য্য। আমার বিশ্বাস ছিল আমরা পরস্পর পরস্পরকে এতটা জানি যে কারো বিরুদ্ধে কিছু শুনবামাত্রই তা বিশ্বাস করে ফেল্‌ব না।

কিরণ। আমি তো কখনো এ কথা বিশ্বাস করিনি।

দেবেন্দ্র। আপনার ভবিষ্যৎ স্বামী ছাড়া আর কারো সঙ্গে এ সব গোপন কথাবার্ত্তা আপনার কেন হয় তাতো বুঝি না।

কিরণ। উনি আমাদের পরিবারের পুরোনো বন্ধু কিনা।

দেবেন্দ্র। সেই কারণেই তো আমার আপত্তি। দেখ্‌লুম তার সঙ্গে আলাপ করছেন, তাই তো লুকিয়ে কাণ পেতে রইলুম।

কিরণ। ঈর্ষ্যার কি আছে এতে ?

দেবেন্দ্র। আছে বৈ কি।

কিরণ। ঝগড়ার স্থর দিয়েই স্থরু করেছেন, একটিও তো ভালো কথা বলেন নি এ পর্য্যন্ত।

দেবেন্দ্র। (আদর করিয়া) মাপ কর, কিরণ,কিন্তু তুমিও স্বীকার করবে বিরক্তির কারণ ঘটেছে। এ গল্প যদি ঘোষণা করে বেড়ায় তো কেমন হয় ?

কিরণ। না, না, তা করবে না, সে আমি দেখ্‌ব।

দেবেন্দ্র। সে সব চেষ্টার দরকার নেই। আমার নিজের ভার আমি নিজেই নিতে পারব।

কিরণ। আপনি রুক্ষ স্বরে কথা বল্‌বেন না।

দেবেন্দ্র। আমার রাগ দেখ্‌তে না চাইলে আর একথা তুলো না। আর কেউ আস্‌ছে আজ নেমন্তন্নে ?

কিরণ। অটল বাবু আর মিসেস্‌ দাস ছাড়া কেউ না।

দেবেন্দ্র। (একটু চম্‌কিয়া) মিসেস্‌ দাস !

(তৎক্ষণাৎ সাম্‌লাইয়া লইয়া)

কিরণ। হাঁ, তাঁর কথা অনেক দিন বলেছি আপনাকে।

দেবেন্দ্র। না, মনে নেই। (স্বগত) নিশ্চয় সে নয়। না, এ হতে পারে না।

কিরণ। একজন বিধবা স্ত্রীলোক খারাপ অবস্থায় পড়েছেন, মেয়েদের পড়ান। ওঁকে নিশ্চয় আপনার ভালো লাগ্‌বে।

দেবেন্দ্র। (স্বগত) সে কে জানে। যদি সেই হয়, আমাকে প্রস্তুত হতে হবে। (প্রকাশ্যে) বুড়ো বয়সের ?

কিরণ। না, না—আমাদের চেয়ে একটু বড় হবে, বেশ সুন্দরী। আমার তো ভয় (হাসিয়া) পাছে আপনি তাঁর সঙ্গে প্রেমে পড়ে যান।

দেবেন্দ্র। সে আশঙ্কা নেই।

কিরণ। কে জানে—পুরুষেরা ভারি লঘু প্রকৃতি।

দেবেন্দ্র। (আদর করিয়া) তোমার মত রত্ন পাওয়ার পরেও নয়। (স্বগত) পঞ্চাশ হাজার টাকা যার মূল্য !

কিরণ। বেশ তো বলেছেন। ওসব কথা বেরোয়নি বলেই এতক্ষণ আমার ভালোই লাগেনি।

দেবেন্দ্র। এখন থেকে শুধু এ রকমই বেরুবে। আমি আসি, পাশের ওবাড়ীতে একটু কাজ আছে, এখনই ফিরব।

কিরণ। দেরী হবে না তো ?

দেবেন্দ্র। এই তো এলাম। (নিষ্ক্রান্ত)

কিরণ। মতি বাবুর কথা শোনা আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। তার জন্যে নিজের উপর আমার রাগ হচ্ছে এখন। উনি কেমন রেগে উঠেছেন—তা ঠিকই হয়েছে। মতি বাবু অমন ভাবে ওঁর সম্বন্ধে বল্‌তে আরম্ভ করতেই আমার ঘর ছেড়ে যাওয়া উচিত ছিল। (লীলা ও সুপ্রিয়ার প্রবেশ) এস, এস, সুপ্রিয়া দিদি, তোমাকে দেখে কত সুখী হলুম।

সুপ্রিয়া। দেবেন্দ্র ধরটি কোথায় ?

কিরণ। এখনি আস্‌বেন।

সুপ্রিয়া। ( বসিয়া ) তাঁকে দেখ্‌তে অস্থির হয়ে আছি। ভালো কথা, কিরণ, তুমি তো এখনো বলনি কি ক'রে তোমাদের প্রথম পরিচয় হয়।

কিরণ। গত বৎসর বড় দিনের ছুটিতে কল্‌কাতা গিয়েছিলুম, সেখানে অবিনাশ বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তারপর থিয়েটার, বায়োস্কোপ, সার্কাস, কত জায়গায় গেছি তাঁর সঙ্গে।

সুপ্রিয়া। বিয়ের সময় যে পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক হবে তুমি, সেকি তিনি জানেন ?

কিরণ। ( তিরস্কারের সুরে ) সুপ্রিয়া দিদি !

সুপ্রিয়া। রাগ ক'রো না। দুর্ভাগ্যের বিষয় পুরুষদের সম্বন্ধে আমার খুব উচ্চ ধারণা নেই।

লীলা। সুপ্রিয়া দিদি, তোমার নিজের কথা সব বল না আমাদেরে।

সুপ্রিয়া। অন্য সময় হবে। আচ্ছা, কিরণ—

কিরণ। বাবাও ছিলেন সে সময় কল্‌কাতায়। কতদিন দিন-রাত মেলামেশার ফলে আমাদের ভালবাসা হয়। তিনি বাবার কাছে প্রস্তাব করলে বাবারও মত হয়।

সুপ্রিয়া। ওকে কি তুমি সত্যি সত্যি খুব ভালবাস ?

কিরণ। নিশ্চয়। কি যে বল তুমি!

লীলা। বোধ হয় খুবই ভালবাসে। এক সময় দিদির আহারে খুব রুচি ছিল, এখন কিছুই খায় না, তার ক্ষতিপূরণ করে ওর চিঠি পড়ে।

কিরণ। ওর কথা শুনো না; সুপ্রিয়া দিদি! দেখা যাবে ও নিজে প্রেমে পড়্‌লে।

সুপ্রিয়া। আমি শুধু এইটুকু কামনা করি, কিরণ, যে তোমার দাম্পত্য জীবন আমার চেয়ে সুখের হোক্, আর সময় গেলে তোমার দেবতা যে মাটি খড়ে নির্ম্মিত, তা যেন বেরিয়ে পড়ে না।

লীলা। সুপ্রিয়া দিদি, তোমার আজ হয়েছে কি?

সুপ্রিয়া। আমার মনের কথা বেরিয়ে গেল বলে ক্ষমা ক'রো। (উঠিল)

কিরণ। কি যে বল। ক্ষমা করবার কি আছে। তুমি যে আমাকে সাবধান করে দিচ্ছ সে বন্ধুভাবেই তা কি আমি বুঝি না? তবে এস্থলে তোমার সন্দেহের কোনো স্থান নেই। উনি আমাকে কেমন আন্তরিক ভালবাসেন তা জান্‌লে তুমি এ সন্দেহ প্রকাশ করতে না।

(ললিত, অটল এবং মতিলালের প্রবেশ; অটল গিয়া লীলার পাশে সোফায় বসিয়া ছবির এল্‌বাম দেখিতে লাগিল)

ললিত। কেমন আছেন, মিসেস্ দাস ? সুখী হলুম আপনাকে দেখে, আজ্‌কে আপনাকে চমৎকার দেখাচ্ছে—আজ্‌কের দিনটির মতই উজ্জ্বল—মুখের আভাটুকু দিনান্তের রক্তচ্ছটার মতই মধুর। হাঃ! হাঃ! হাঃ। মাপ করবেন—আমার অভ্যাস উপমা দেওয়া।

সুপ্রিয়া। আপনার প্রশংসা বাণীতে খুসি হলুম। আপনাকেও দেখে মনে হচ্ছে যে আপনাকে শীগ্‌গীর জরায় আক্রমণ করবে না।( সরিয়া গিয়া জানালার নিকট বসিল )

ললিত। হাঃ! হাঃ! হাঃ! নিবারণ বাবু যে কেন আপনাকে ছাড়্‌তে চান না সে বেশ বোঝা যায়। ( সুপ্রিয়ার নিকট গিয়া বসিল )

লীলা। ( অটলের প্রতি ) অটলবাবু, আপনি বোধ হয় বাবার সঙ্গে খুব রাজনীতি চর্চ্চা করে এলেন ?

অটল। হাঁ, খুব। তিনি তো আমাকে প্রায় কাউন্‌সিলের ভক্ত করে তুল্‌লেন।

লীলা। বাবা বেশ লোক, না ?

অটল। চমৎকার।

লীলা। জানতুম তাই বল্‌বেন আপনি, নইলে যে অভদ্রতা হবে।

অটল। কিন্তু আমার মনের কথাও তো তাই।

লীলা। অবিশ্যি, অবিশ্যি! পুরুষদের মনের কথা এবং মুখের কথা প্রায় সব সময় একই হয়। হাঁ, আপনার কি রকম বোধ হচ্ছে জানিনা, আমার তো বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে।

অটল। আপনার কাছে থাক্‌লে আমার ক্ষুধা বোধ থাকে না।

লীলা। ওঃ! সুখে তাহলে আপনার আহারে অরুচি জন্মে? আমি, আপনি হলে কিন্তু খাবার সময় অসুখী হতেই চেষ্টা করতুম।

অটল। সে আমি হই।

লীলা। কেন?

অটল। আমাদের বামুনের রান্না মুখে দেওয়া যায় না।

লীলা। তাহলে আজ্‌কের সুখটা আপনার বোধ হয় সুপক্ক রান্নার আশায়।

অটল। আমার মনে তা নেই—আপনি জানেন। আপনার নিকটে থাক্‌লেই আমি সুখী। আমি—

লীলা। চুপ! ঐ দেবেনবাবু এসেছেন! (ললিত সরিয়া আসিলেন। দেবেনের প্রবেশ, সকলকে নমস্কার করিয়া জানালার দিকে উপবিষ্ট সুপ্রিয়ার দিকে চাহিল; উভয়ে ভীষণ ভাবে চম্‌কিয়া উঠিল)

সুপ্রিয়া। (স্বগত) হা ভগবান! সে এখানে!

দেবেন্দ্র। (স্বগত) ভারি ফ্যাঁসাদ দেখ্‌ছি!

ললিত। দেবেন, আমার পরিবারের বিশেষ একটি বন্ধুর সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

দেবেন্দ্র। খুব সুখের কথা।

ললিত। মিসেস্‌ দাস, ইনিই হচ্ছেন শ্রীমান দেবেন্দ্র ধর। (সুপ্রিয়া উঠিয়া অত্যন্ত আড়ষ্ট ভাবে নমস্কার করিয়া জানালার কাছে আবার বসিল)

দেবেন্দ্র। (সুপ্রিয়ার দিকে গিয়া) খোলা জানালায় বসে আপনার সর্দ্দি লাগ্‌বে যে, (জনান্তিকে) আমাকে ধরিয়ে দিলে তোমারো লজ্জা বেরিয়ে পড়্‌বে।

ললিত। (অগ্রসর হইয়া সুপ্রিয়ার প্রতি) চলুন, খেতে যাওয়া যাক্‌। (সকলে অগ্রসর হইল; লীলা ও অটল পিছনে ফচ্‌কেমি করিতে করিতে অগ্রসর হইল)

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## দ্বিতীয় দৃশ্য

( দুই ঘণ্টা চলিয়া গিয়াছে। সুপ্রিয়া বসিয়া আছে। অদূরে কিরণ ও লীলা )

লীলা। ওদের কথাবার্ত্তা এখনো ফুরোয় না, আশ্চর্য্য! বাবা এত বকাও বক্‌তে পারেন। নিজের শরীরটা পর্য্যন্ত মাটি ক'রে ফেল্‌ছে, একটু যে কথা ফেলে বাড়ী ছেড়ে বেরুবে সেটির যো নেই।

কিরণ। তাতে কি হতো?

লীলা। ওর স্বাস্থ্য এবং পরিবারের লোক সকলের উপকার হতো।

সুপ্রিয়া। কি রকম?

লীলা। কি রকম কি! সব সময় বাড়ীতে চেপে বসে থেকে, পারিবারিক সমস্ত ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করা ছাড়া পুরুষদের আর কি কাজ?

সুপ্রিয়া। বিয়ে হলে স্বামী সম্বন্ধে এ কথা কিছুতেই বল্‌বে না, সে বেচারি একটু বেশীক্ষণ বাইরে থাক্‌লে তখন বকুনির আর অন্ত থাক্‌বে না।

কিরণ। তোমার স্বামী সম্বন্ধে তোমার কি রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সুপ্রিয়াদি?

সুপ্রিয়া। সে দিয়ে কি হবে?

লীলা। (নিকটে আসিয়া) না, না, বল্‌তে হবে—একদিন বল্‌বে বলেছিলে সব। (নিকটে আসিয়া ঝুঁকিয়া)

কিরণ। লীলা, তুই ভুলে যাচ্ছিস, অতীত সম্বন্ধে কিছু না বলার কারণ থাক্‌তে পারে সুপ্রিয়াদির।

সুপ্রিয়া। (লীলার প্রতি) সব কথা বল্‌ব, লীলা, কারণ আমি না বল্লে হয়ত অন্যের কাছ থেকে তোমরা অন্য রকম ভাবে শুন্‌তে পাবে। আমার মা আমার ছেলে-বেলাতেই মারা যান। আমার পিতার কিছু টাকা পয়সা ছিল ব্যাঙ্কে। আমাদের দিন একরকম সুখেই কাট্‌ছিল। পিতার একমাত্র আদরের মেয়ে ছিলুম আমি। আমি বড় হলে এক আত্মীয়ার বাড়ীতে দেবেন্দ্র দাস নামে এক যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, পরে আমার সঙ্গে এবং বাবার সঙ্গেও ওঁর ঘনিষ্টতা জন্মে। আমাদের—অন্ততঃ আমার ভালবাসা হয়। উনি বিয়ের প্রস্তাব করলে বাবার মত হয়। বিয়ের কিছুদিন পর আমি আমার স্বামীর কাছে চলে গেলেই বুঝ্‌তে পারলুম তিনি আমাকে বিয়ে করেছিলেন শুধু অর্থের লোভে। এ দিকে বাবা সরল মানুষ, কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সঙ্গে ব্যবসা ফেঁদে, তাঁর সঞ্চিত টাকা ধীরে ধীরে সব খোয়ালেন; প্রতি মাসে আমাদের খরচের জন্যে দু'শ' করে টাকা আস্‌ছিল এখন তা বন্ধ হয়ে গেল—বাবা

ঋণ জালে জড়িত হয়ে এক দিন আত্মহত্যা ক'রে মারা গেলেন।

কিরণ। ওঃ! কি ভয়ঙ্কর!

সুপ্রিয়া। একদিন সে এসে এই খবর দিলে। তখন আমার পূর্ণ গর্ভাবস্থা। আমি শুনে অজ্ঞান হয়ে গেলুম—তিন দিন সে অবস্থায় ছিলুম—তারপর আমার অর্দ্ধ অচেতনাবস্থায় আমার একটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়। ভালো করে আমার যেদিন জ্ঞান হলো সে দিন দেখ্‌লুম আমার স্বামীও নেই, সন্তানও নেই। যে মেয়েলোকটি আমার কাছে ছিল সে বল্লে এক মড়া মেয়ে হয়েছিল। আমার কিন্তু এখনো সন্দেহ যায় না, জন্মের পর তার কান্না আমার কাণে গিয়েছিল, এখনো তা বুকে ভীষণ ব্যথা হয়ে বাজ্‌ছে। যাক্, সপ্তাহের পর সপ্তাহ যায় আমার স্বামীর আর দেখা নেই। আমার সামান্য যা পুঁজি ছিল তা ফুরিয়ে এল, গ্রাসাচ্ছাদনের কোনো উপায় রইল না। শেষে সেলাইর কাজ আরম্ভ করলুম, পাশের বাড়ীর গিরীশ বাবু নামে একটি ভদ্রলোক, সেই সব সেলাইর কাজ বিক্রী করবার বন্দোবস্ত করে দিলেন, তাঁর সঙ্গে এই সূত্রে পরিচয় হলো। দু'বছর তাঁরি দয়ায় অতিকষ্টে কেটেছিল। দু' বছর পর হঠাৎ একদিন আমার স্বামী উপস্থিত হয়ে গিরীশবাবু ও আমার নামে মিথ্যা

অপবাদের কথা বলে, অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে বলে গেলেন, তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনো সম্বন্ধ নেই। তারপর থেকে আমিও সেই ভাবেই জীবন চালিয়ে এসেছি। অন্তরে বাহিরে বহু দিন থেকে সেই সম্বন্ধের সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। সে স্থান থেকে নিবারণ বাবুর মেয়েদের শিক্ষায়িত্রী হয়ে এলুম, তার পরের খবর তোমরা সব জানো।

লীলা। (সুপ্রিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া) ওঃ! কি কষ্ট তোমার, সুপ্রিয়া দি!

সুপ্রিয়া। তোমারা আমাকে নির্দ্দোষ বলে মনে কর তো?

লীলা। কি যে বল—নিশ্চয় করি।

সুপ্রিয়া। ভয় ছিল তোমরা পাছে আমাকে ঘৃণা কর।

কিরণ। তোমাকে ঘৃণা করব? কখ্‌খনো না! এমন দুর্ব্বৃত্তের হাতে যে পড়েছিল তার জন্যে কষ্টে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে!

লীলা। তোমার সন্তান সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস্ করেছিলে তোমার স্বামীকে?

সুপ্রিয়া। করেছিলাম, সেই একই উত্তর—মড়া মেয়ে। হায়! সে থাক্‌লে আমার সব কষ্ট আমি সইতে পারতুম।

লীলা। আগে তোমার জীবনের কথা আমাদেরে বলনি কেন?

সুপ্রিয়া। দরকার বোধ করিনি কিন্তু এরমধ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে যাতে বলা দরকার হয়ে পড়েছে। আমার স্বামীকে আজ আমি দেখেছি।

কিরণ। কি আশ্চর্য্য ! কোন্ সাহসে সে—

সুপ্রিয়া। সাহস তার সব রকম আছে, এখন তোমরা প্রতিজ্ঞা কর আমি যা বলেছি তা কাউকে বল্‌বে না।

কিরণ এবং লীলা। } প্রতিজ্ঞা করছি

সুপ্রিয়া। চুপ ! কে আস্‌ছে।

( অটল এবং দেবেন্দ্রের প্রবেশ )

লীলা। তাহলে আপনারা গল্পের মোহ ত্যাগ ক'রে উঠে আস্‌তে পেরেছেন ?

দেবেন্দ্র। হাঁ, বড় মোহ এখানে উপস্থিত জেনে। ( কিরণের পাশে সোফায় বসিল )

লীলা। অটল বাবু, দেবেন বাবুর কাছ থেকে শিখে নিন্, কে জানে আপনি কবে অমন সুন্দর সুন্দর কথা বল্‌বেন।

অটল। ( লীলার কাছে গিয়া ) আমি সে চেষ্টা করব না। ( লীলার প্রতি জনান্তিকে ) সেটা গুণ বলে আমি মনে করি না। নিশ্চয় বল্‌তে পারি ওটা ওর মনের কথা নয়। ( বসিল )

লীলা। কি বল্‌ছেন দিদি যেন না শুনে।

অটল। তা শোনাব না। কাল থিয়েটারে যাবেন বলছিলেন। কার সঙ্গে ?

লীলা। নাম বল্‌ব না।

অটল। কেন? তার সঙ্গে বিয়ের আলাপ সালাপ হয়নি তো?

লীলা। ঠিক তা নয়, তবে তিনি মনে মনে আমাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়ে আছেন।

অটল। বোধ হয় চিনি তাকে।

লীলা। কে?

অটল। সেই আত্মম্ভরী বোকা রমেশটা।

লীলা। তাকে আত্মম্ভরী বলে মনে করেন? আমার তো মনে হয় বেশ মানুষ।

অটল। তা হবে, তার সঙ্গে যখন বিয়ে হচ্ছে।

লীলা। বিয়ে হচ্ছে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! ওর কথা বল্‌ছিলুম না মোটেই আমি। সে ভদ্রলোকটি এখনো সাবালক হয়নি।

অটল। বয়সটি তার কত শুন্‌তে পারি কি?

লীলা। আগামী জন্মদিনে তের হবে।

অটল। কি অদ্ভুত। আপনি ভারি দুষ্ট! কি সুন্দর ছোট্ট হাতটি আপনার!

লীলা। ব্যক্তিগত মন্তব্য করা অভদ্রতার পরিচয়।

অটল। ত্রুটী স্বীকার করছি। (ঘড়ী দেখিয়া) এত দেরী হয়ে গেছে ভাবিনি, এখনি যেতে হবে আমাকে।

লীলা। এখনি কি যাবেন, আটটা মাত্র বেজেছে।

অটল। বিশেষ দরকার।

লীলা। কি মুস্কিল! আপনাকে আমার কয়েকটা নূতন ছবি দেখাব মনে করেছিলুম।

অটল। আচ্ছা, একটু থেকে সেগুলো দেখে যাওয়া যাবে।

লীলা। (স্বগত) কার সঙ্গে এঁর দরকার। একা পেলে ওঁর কাছ থেকে কথা বের করে নেওয়া যাবে। (নিষ্ক্রান্ত)

অটল। (স্বগত) কি দুঃখের কথা যে আজ চলে যেতে হচ্ছে এত শীগ্‌গীর। (নিষ্ক্রান্ত)

দেবেন্দ্র। বেশ লোক এই অটল বাবুটি।

কিরণ। হাঁ। লীলার প্রতি ওঁর ভাবটা লক্ষ্য করেছেন?

দেবেন্দ্র। তা করেছি। আমারি অবস্থা আর কি! (সুপ্রিয়ার চোখে ঠোঁটে ভঙ্গী)

ললিত। (বাহিরে) কিরণ!

কিরণ। বাবা!

ললিত। আমার চশ্‌মাটা নিয়ে আয়তো, মা। টেবিলের উপর রেখে এসেছি। (কিরণ চশ্‌মা লইয়া নিষ্ক্রান্ত)

দেবেন্দ্র। ভালোই হয়েছে, তোমার সঙ্গে একা দু' একটা কথা বলার সুযোগ পাওয়া গেছে, প্রথম দেখা হওয়ার সময় তো ভেবেছিলুম একটা গোল বাঁধিয়ে বস্‌বে। তা করলে তোমার কোনো লাভ হবে না নিশ্চয় বল্‌তে পারি, ক্ষতিই হবে।

সুপ্রিয়া। তুমি কি তাহলে সত্যি সত্যি এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাচ্ছ?

দেবেন্দ্র। নিশ্চয়।

সুপ্রিয়া। সে তোমার অতীত জীবনের কথা কিছু জানে ?

দেবেন্দ্র। সে কি সম্ভব ? যে স্ত্রীলোককে আমি এক সময় প্রাণাপেক্ষা ভালবাস্‌তুম সে অবিশ্বাসিনী হওয়ায় আমি যে যন্ত্রণা ভুগেছি একথা বলে তাকে দুঃখ দেব কেন ?

সুপ্রিয়া। এমন সময় ছিল তোমার এসব কথা শুনে আমার রাগ হতো, এখন ঘৃণাই হয় ; তুমি কে এবং কেমন লোক আমার মুখ থেকেই সে শুন্‌বে, দেবেন্দ্র দাস।

দেবেন্দ্র। সে অভিনয় দেখ্‌তে আমারো ইচ্ছা হয়, তোমার থিয়েটারে যোগ দেওয়া উচিত। তুমি করুণরসের জন্ম অভিনেত্রী।

সুপ্রিয়া। হতে পারি, কিন্তু তুমি নিজেই কেন যাচ্ছনা ? দুর্ব্বৃত্তের পাঠ তোমাকে দিয়ে চমৎকার হবে, আর তাতে তোমার অভিনয়ও করতে হবেনা।

দেবেন্দ্র। চুপ কর বল্‌ছি।

সুপ্রিয়া। মেজাজ নষ্ট করে কিছুমাত্র লাভ নেই।

দেবেন্দ্র। তাহলে তুমি অনেক বদ্‌লে গেছ, সুপ্রিয়া। এমন সময় ছিল যখন—

সুপ্রিয়া। অতীতকে স্মরণ করবার তোমার অধিকার নেই। যা বল্‌বার আছে সংক্ষেপে বলে যাও।

দেবেন্দ্র। এই বিয়ে সম্বন্ধে। আমাদের মধ্যে এক সময় যে

সম্বন্ধ ছিল কিরণকে যদি সে কথা বল আমি তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করব। তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না, লাভের মধ্যে সকলের ঘৃণার পাত্র হবে।

স্থপ্রিয়া। তাই নাকি! আমার মত্ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাকে যে চিঠিগুলো লিখেছিলে সেগুলো কি? আমার কাছে তো সে সব রয়েছে।

দেবেন্দ্র। তাতে নাম আছে দেবেন্দ্র দাস।

স্থপ্রিয়া। হাতের লেখা?

দেবেন্দ্র। ঘটনাচক্রে পড়ে হাতের লেখা এবং নাম আমাকে বদ্‌লে নিতে হয়েছে। খুব ওস্তাদ লোকও দেবেন্দ্র দাস এবং দেবেন্দ্র ধরের লেখার মধ্যে কোনো সাদৃশ্য বের করতে পারবে না।

স্থপ্রিয়া। আমার অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল তোমাকে জান্‌তো—এখনো তারা চিন্‌বে তোমাকে।

দেবেন্দ্র। তাদের আগে বের করবে, পরে তো প্রমাণ দেবে।

স্থপ্রিয়া। অনেক চিঠিতে তোমার ইংরাজী নামের আদ্যক্ষর রয়েছে—D.-D.-এখনো তাই—সেটার কি কারণ দেখাবে?

দেবেন্দ্র। সেটা আমার অনুকূলেই যাবে। নামই যদি বদ্‌লালুম, বেমালুম পরিবর্ত্তন করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

স্থপ্রিয়া। এসব যুক্তিতে কুলোবে না, তোমাকে আমি ধরিয়ে

দেব। তুমি ভাবছ আমাকে ভয় দেখিয়ে দেবে, সে তোমার ভুল।

দেবেন্দ্র। দেখ, সুপ্রিয়া, ঝগড়া করে আমাদের কোনো লাভ হবে না, এসব নাটকীয় দৃশ্য আমি ভালবাসি না। তার প্রতি তোমার স্ত্রীজনসুলভ আকর্ষণ থাকতে পারে। সত্যকার কোনো অনিষ্ট তুমি আমার না করতে পারলেও অনেকখানি অপ্রীতি-জনক কাণ্ড ঘটাতে পার—সে আমি চাই না। এ সম্বন্ধে তুমি কিছু বলো না কিরণকে, বিয়ে হয়ে গেলে আমি তোমাকে খোরপোষ বাবৎ মাসে মাসে কিছু কিছু দেব।

সুপ্রিয়া। (বিদ্রূপের সুরে) হে দয়ার অবতার, আপনার সুমহৎ প্রস্তাবের জন্যে ধন্যবাদ। তবে আমি আপনার দয়ার ভিখারী নই। না, দেবেন দাস, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে না খেয়ে মরব তবু তোমার একটি পয়সা দানও আমি গ্রহণ করব না। এখনো পর্য্যন্ত সব রকম ধূর্ত্ততায় তুমি সফল হয়ে এসেছ, কিন্তু এখন স্রোত উল্টে গেছে, যে মেয়ের জীবন তুমি নষ্ট করে দিয়েছ সেই এখন তোমার পথের বাধা হয়ে উপস্থিত হয়েছে।

দেবেন্দ্র। (তার হাত চাপিয়া ধরিয়া) আমাকে রাগাচ্ছ কি শেষে তোমাকে খুন করে ফেলতে ?

সুপ্রিয়া। তোমার মত ভীরুকে দিয়ে সে হবে না জানি। আর তা ছাড়া খুনেকে কিরণ বিয়ে করবে না।

দেবেন্দ্র। (স্বগত) ও আমাকে পাগল করে ছাড়্বে। হুঁ, হয়েছে—আমাদের সন্তান। মনে মনে ওর বরাবর ধারণা রয়েছে আমাদের সন্তান বেঁচে আছে—আর বেঁচে আছে ঠিকই—অনাথাশ্রমে রেখে দিয়েছি মেয়েটাকে,কখন্ কোন্ দিকে কি কাজে লাগ্‌বে তাই ভেবে। এখন কাজে লেগেছে দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) আমি দেখ্‌তে চেয়েছিলুম তোমার সাহস কতখানি। আমার ভয় দেখানো এ শুধু মুখের কথা। তুমি দেখ্‌ছি আমাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধের কথা বলেই দেবে—তা দাও, তবে মনে থাকে যেন তোমার মেয়েকে আর জীবনে দেখ্‌তে পাবে না—কারণ, সে বেঁচে আছে।

সুপ্রিয়া। (আবেগের সহিত) বেঁচে আছে, বেঁচে আছে! ওঃ! আমার মনে মনে তাই ধারণা ছিল বরাবর। কোথায় —কোথা সে?

দেবেন্দ্র। বটে, বটে! তুমি আমাকে যা-তা বল্‌বে আর আমি তোমাকে মেয়ের খোঁজ দিয়ে দেব

সুপ্রিয়া। ওগো, যা ইচ্ছা কর তোমার—যা খুসি, শুধু আমার মেয়েকে দিয়ে দাও।

দেবেন্দ্র। ওঃ, এখন দেখছি সুর বদ্‌লে গেছে। এখন তোমার পা ধরে সাধবার পালা এসেছে।

সুপ্রিয়া। ওঃ! তাকে ফিরিয়ে দাও আমাকে! তার প্রতি তোমার স্নেহ নেই জানি। (জানুপাতিয়া) তুমি

এতটা পাষণ্ড হতে পারনা যে মায়ের বুক থেকে চিরকাল মেয়েকে দূরে রাখ্‌বে। তুমি আমার সব নিয়েছ, সব শেষ করেছ, জীবনের সুখ শান্তি কিছুই রাখনি, এই সবের পরিবর্ত্তে এই একটি মাত্র অনুগ্রহ কর।

দেবেন্দ্র। এক সর্ত্তে তা করতে পারি।

সুপ্রিয়া। বল, কি সর্ত্ত।

দেবেন্দ্র। কথা দাও যে এই বিয়েতে তুমি বাধা দিবে না।

সুপ্রিয়া। তা কেন দেব? কিরণ আমার কে? তার জন্যে কেন আমি নিজের মেয়ে থেকে বঞ্চিত হব? ওকে বিয়ে করলে সে কিরণের নির্ব্বুদ্ধিতা, আমার কি! (আত্মগত ভাবে)

দেবেন্দ্র। ঠিক! এখন বুদ্ধিমানের মত কথা বলছ দেখে সুখী হলুম। এখন ভেবে দেখ।

সুপ্রিয়া। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জানুপাতা অবস্থা হইতে উঠিয়া—স্বগত) না, এ হতে পারে না। কর্ত্তব্যের পায় নিজের সুখ আমি বলি দেব। ভগবান, এ প্রলোভন জয় করবার মত শক্তি দাও আমাকে (প্রকাশ্যে) আমার সংকল্প স্থির হয়েছে।

দেবেন্দ্র। তা হলে কথা দিচ্ছ তো?

সুপ্রিয়া। এমন পাপের ব্যাপারে আমি সহায় হতে পারিনা। আমি চুপ করে থাক্‌লেও তোমার পাপে সাহায্য

করা হয়, তাতে আমার মনের শান্তি সারাজীবনের মত নষ্ট হয়ে যাবে।

দেবেন্দ্র। (স্বগত) থেয়েছে। (প্রকাশ্যে) তুমি যা পার করো, কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না।

সুপ্রিয়া। বিশ্বাস করাবার উপায় আছে আমার কাছে।

দেবেন্দ্র। কি সেটা?

সুপ্রিয়া। তোমার মুখাকৃতি।

দেবেন্দ্র। ওঃ, এই লকেটে আছে বুঝি। (সুপ্রিয়াকে ধরিয়া ছিঁড়িয়া নিতে চেষ্টা) এইবার ঠক্‌লে। চুপ ক'রে থাক্‌লে এ কথা আমার মনেই থাক্‌তোনা।

সুপ্রিয়া। ছাড়, ভীরু কোথাকার, নইলে বাড়ীর সমস্তকে ডাক্‌ব।

(দেবেন্দ্র সুপ্রিয়ার মুখ চাপিয়া ধরিল, এবং তাহাকে জোর করিয়া বসাইয়া লকেট ছিঁড়িয়া লইতে উদ্যত হইল সেই সময় পায়ের শব্দ শোনা গেল দেবেন্দ্র সুপ্রিয়াকে তুলিয়া ধরিয়া সরিয়া পড়িল, সুপ্রিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, কিরণের প্রবেশ। সুপ্রিয়া লকেট জামার নীচে লুকাইয়া ফেলিল)

কিরণ। এরি মধ্যে দুজনে ঝগড়া আরম্ভ হয়ে গেল! চড়া কথা শুনে এলুম। ঝগড়ার কারণ?

দেবেন্দ্র। দেশের কথা। মিসেস দাস ইংরাজকে এত বেশী গাল দিচ্ছিলেন যে আমি তা সইতে পারি নি।

কিরণ। সুপ্রিয়া দিদি যে এত দেশ ভক্ত তাতো জান্‌তুম না।

দেবেন্দ্র। (সুপ্রিয়ার প্রতি জনান্তিকে) তোমার প্রতিহিংসা নেওয়াটা কয়েক মিনিট স্থগিত রাখ, যা চাও দেব।

সুপ্রিয়া। (কিরণের প্রতি) জানো তো, ভাই, আমি তর্কের মধ্যে একটু সহজেই উত্তেজিত হয়ে যাই।

কিরণ। যাই বাবার কাছে, চশ্‌মা নিয়ে যেতেই কাউন্‌সিলের বক্তৃতা পড়া আরম্ভ হলো, মতি বাবুর সঙ্গে আমাকেও শুন্‌তে হবে।

দেবেন্দ্র। তাড়াতাড়ি এসে প'ড়ো।

কিরণ। তা আস্‌ব। বাবার কাছেতো আর বেশীদিন থাক্‌বনা, তাই ওঁর সব ইচ্ছাই রাখ্‌তে হয়! (দরজার কাছে গিয়া) আর ঝগড়া হয় না যেন। সুপ্রিয়া দিদি শেষে আপনাকে বদ্‌মেজাজী মনে করে বস্‌বেন, যদিও আমি যতদূর জানি আপনাকে, তিনি ততটা জানেন না। (নিষ্ক্রান্ত)

সুপ্রিয়া। (স্বগত) জানে না বৈকি! বেচারি, তোমার জানা তো এতদূরই। (দেবেন্দ্রের দিকে) এখন তুমি কি বল্‌তে চাও আমাকে বল।

দেবেন্দ্র। আমি বল্‌তে চাই আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেছি, তুমি প্রতিশোধ নিতে ক্ষান্ত হলে আমি এই বিয়ে ভেঙ্গে দিতে প্রস্তুত আছি।

সুপ্রিয়া। এ আবার কি নূতন চাল?

দেবেন্দ্র। তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি তার পর তোমার এই সন্দেহ অস্বাভাবিক নয়। (নম্রভাবে)

সুপ্রিয়া। আমার সন্তান আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে তোমার আন্তরিকতার প্রমাণ দাও।

দেবেন্দ্র। দেব।

সুপ্রিয়া। তুমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ বাড়ী ছেড়ে যাবে, আর এখানে ঢুক্‌তে পারবে না।

দেবেন্দ্র। যাব।

সুপ্রিয়া। বিশ্বাস করিনা, তোমার অনুতাপ বড় আকস্মিক। আমাকে অসাবধান করে দেবার নূতন ফন্দী এ।

দেবেন্দ্র। এক সময় তুমি আমাকে—আমাকে শ্রদ্ধা করতে, আমার কথায় বিশ্বাস করতে।

সুপ্রিয়া। তুমি এখানে আমার সম্মুখে আছ সেই কি আমার যথেষ্ট অপমান নয়, যে আবার সে সব মনে করিয়ে দিচ্ছ?

দেবেন্দ্র। ভালোবাসা জানি অতীতকালের জিনীস হয়ে গেছে, তবে সেই পুরোণো ভালোবাসার জন্য একবার আমাকে বিশ্বাস কর।

সুপ্রিয়া। বেশ, তাই হোক। আমার মেয়ে কোথায় বল, এ বাড়ী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে যাও, আমি কিছু বল্‌ব না কাউকে।

দেবেন্দ্র। তাই ঠিক। (একটা কার্ড দিয়া) এই ঠিকানা।

সুপ্রিয়া। (পড়িল) "দেশবন্ধু অনাথ আশ্রম, অধ্যক্ষ শ্রীমতী বিরাজবালা দাসী।" এটা ঠিক তা কি ক'রে জান্‌ব ?

দেবেন্দ্র। এই শ্রীমতী বিরাজবালার চিঠি। (চিঠি দিল)

সুপ্রিয়া। (পড়িল) "শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র ধর সমীপেষু, আপনার প্রেরিত মেয়ে সুনন্দার অসুখ করেছিল ঠিকই, এখন সেরেছে। ইতি—শ্রীবিরাজবালা দাসী।"

দেবেন্দ্র। এখন বিশ্বাস হলো ?

সুপ্রিয়া। আমাকে মেয়ে দিতে তুমি একটা চিঠি দিবে এর সঙ্গে। (দেবেন্দ্র টেবিলে গিয়া একটা চিঠি লিখিল) (স্বগত) এ কি সম্ভব আমি আমার মেয়েকে আমার বুকে ধরতে পারব! এত সুখের কথা যে সত্য বলে মনে করতে পারি না!

দেবেন্দ্র। (উঠিয়া চিঠি দিয়া) এই নাও, এতেই হবে। কখন যাবে আন্‌তে ?

সুপ্রিয়া। কাল।

দেবেন্দ্র। কি প্রমাণ যে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখ্‌বে ?

সুপ্রিয়া। যে মিথ্যাকে ঘৃণা করে তার মুখের কথাই প্রমাণ।

দেবেন্দ্র। বেশ, পুরোণো প্রেমের কথা মনে করে আমি তোমাকে বিশ্বাস করব।

সুপ্রিয়া। এ কথার আর পুনরুক্তি ক'রোনা। তোমার মুখে বিদ্রূপের মত শোনায়, মনে থাকে যেন আগামী কল্য রাত্রির পূর্ব্বে তুমি না চলে গেলে আমাদের চুক্তি

রইল না, তখন কিরণ সব জেনে ফেল্‌বে। হ'লো, আর আমাদের সাক্ষাতের দরকার নেই।

( নিষ্ক্রান্ত )

দেবেন্দ্র। ঠকেছ, চালাক মেয়ে, ঠকেছ। পুরুত হাতে আছে। কালই যে ভাবে হোক্ বিয়েটা শেষ করে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু ওদের মত্ করাব কি করে তাই ভাব্‌ছি! ফটোটা হাত করতে হচ্ছে। সেটা ওর হাতে যতদিন আছে আমি নিরাপদ নই।

( রমার প্রবেশ )

রমা। প্রকাশ বাবু নামে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন।

দেবেন্দ্র। (স্বগত) একে দিয়েই কাজ সিদ্ধি করতে পারব। (প্রকাশ্যে) এখানে আস্‌তে বল, রমা। ( রমা নিষ্ক্রান্ত ) প্রকাশ উকীল নিশ্চয়ই একটা উপায় বের করতে পারবে।

( প্রকাশের প্রবেশ )

প্রকাশ। কি হে ভায়া, কেমন আছ?

দেবেন্দ্র। বেশ আছি। সেই 'বিল'টা সম্বন্ধে এসেছ বোধ হয়?

প্রকাশ। ঠিক, ভায়া, তোমার সূক্ষ্ম বুদ্ধি—অন্ততঃ প্রকাশ উকীলের তাই মত্।

দেবেন্দ্র। সেই গগনের ব্যাপারের খবর কি ?

প্রকাশ। অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিল সময় তার পকেট থেকে তোমার সেই হাজার টাকার নোট নেওয়ার কথা বল্‌ছ বোধ হয়। মুস্কিল হয়েছে এই যে, যে পরিমাণ লডেনাম তাকে খাইয়েছিলে তাতে বেচারির মৃত্যু ঘটে, কাজেই এখন চোর ধরা পড়্‌লে, তার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগও হবে।

দেবেন্দ্র। (অস্থিরভাবে চারিদিকে চাহিয়া) চুপ, চুপ, কে আবার শুন্‌তে পাবে।

প্রকাশ। আরে, প্রকাশ উকীল এত কাঁচা ছেলে নয়। শোন, খুনেকে ধরবার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, কাজেই যত শীঘ্র পার দেশ ছেড়ে পালাও।

দেবেন্দ্র। তাই তো হবে, অবিশ্যি যদিও আমি তাকে খুন করতে চাইনি মোটেই। একটা কিছু উপায় ঠাওরাতে পার ?

প্রকাশ। তা পারি বোধ হয়। এখনি রেঙ্গুন থেকে একটা টেলি পেয়েছি।

দেবেন্দ্র। তা দিয়ে কি হবে ?

প্রকাশ। দেখ না। একটা পেন্সিল দাও। (দেবেন্দ্র পেন্সিল দিল; প্রকাশ পকেট হইতে রাবার খুলিয়া লেখা মুছিয়া আবার লিখিল) এখন পড়।

দেবেন্দ্র। (পড়িল) "From Benod Dhar 426/26 Street

Rangoon. To Deben Dhar. C/o Prakash Bose, 8, Atabagan Lane, Calcutta. Your mother dangerously ill, come at once." চমৎকার! আমি ওদেরে বলেছিলুম আমার মা বিদেশে আছেন। বিনোদ ধরকে আমার কাকা বল্‌ব।

প্রকাশ। এই টেলি দেখিয়ে তাদেরে বল তোমার কালই রেঙ্গুনে রোয়ানা হয়ে যেতে হবে—বিয়ে এখন মুলতুবি রাখার কোনো মানে নেই—তোমার মায়ের বৌ দেখার সাধ ছিল—মৃত্যুর আগে তাঁকে দেখিয়ে দিতে হবে—বিয়ে করে নিয়ে দাও চম্পট। এখন কি বল প্রকাশ উকীলকে?

দেবেন্দ্র। বুদ্ধি আছে। কিন্তু সত্যি সত্যি আমাকে রেঙ্গুনে যেতে বল?

প্রকাশ। নিশ্চয়; আমিও যাব সঙ্গে।

দেবেন্দ্র। তার তো কোনো কারণ দেখ্‌ছি না।

প্রকাশ। আমি দেখ্‌ছি। দেখ, প্রকাশ উকীলকে ঠকাতে চেষ্টা করো না, সেটা মস্ত ভুল হবে।

দেবেন্দ্র। কি যে বল! কিন্তু সেখানে গিয়ে কিরণকে কি বল্‌ব?

প্রকাশ। সে সহজেই বন্দোবস্ত হবে। তোমার হোটেলে গিয়ে এক চিঠি পাবে, তাতে এই খবর থাক্‌বে তোমার

মা মারা গেছেন—নানা কাজে তোমাকে সেখানে থাক্‌তে হবে—অর্থাৎ গগনের ব্যাপারটা মিটে না যাওয়া পর্য্যন্ত। (একটা 'বিল' পকেট হইতে বাহির করিয়া দেবেন্দ্রকে দিল) তা ভায়া, এতে তোমার নামটা সই করে দাও।

দেবেন্দ্র। বাঃ! পাঁচশ লিখেছ যে! কথা তো ছিল দু'শর। জুলুম ক'রো না। ভেবে দেখ তো গত দু'মাসে তুমি হাজার নিয়ে টান দিয়েছ।

প্রকাশ। তার কাজ পাওনি তুমি? অবিশ্যি তুমি তা মনে না করলে তোমার আইন উপদেষ্টার কাজ আমি ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার নিজের কাজ নিজেই দেখ।

দেবেন্দ্র। থাক্, থাক্। (সই করিয়া 'বিল' দিল) নাও, কিছু দিনের মত এতেই আশা করি চুপ করে থাক্‌বে। হাঁ, ভালো কথা, আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি। সুপ্রিয়া এই বাড়ীরই পরিচিতরূপে দেখা দিয়েছে, সব বের করে দেবে ভয় দেখাচ্ছে।

প্রকাশ। (শিষ্ দিয়া) তবে তো মুস্কিলই—কি করেছ তুমি?

দেবেন্দ্র। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ বাড়ী ছেড়ে যাব এবং মেয়ে ফিরিয়ে দেব প্রতিজ্ঞা করেছি—সেই সর্ত্তে সে চুপ করে থাক্‌বে। কাল সকালে সে মেয়ে আন্‌তে যাচ্ছে। ফিরে আস্‌বার আগেই আমাকে যা কিছু করতে হবে।

প্রকাশ। মেয়েটাকে তো গছিয়ে দিলে, সেই মন্দ কি! মেয়েটাকে মার কাছে রাখনি কেন আমি বুঝিনি কোনোদিন।

দেবেন্দ্র। ভেবেছিলুম এইরকম অবস্থায় একদিন পড়্‌তে হবে, হাতে রাখ্‌লে সুবিধা করে নেওয়া যাবে।

প্রকাশ। সাবাস! মাথা কিছু আছে দেখ্‌ছি। প্রকাশ উকীলের তা একচেটে নয়।

দেবেন্দ্র। শোন, ওর কাছে আমার ফটো শুদ্ধ একটা লকেট রয়েছে। সেটা কি ক'রে পাওয়া যায়?

প্রকাশ। তার ঠিকানা জান?

দেবেন্দ্র। না, তবে রমার কাছ থেকে সহজেই তা নেওয়া যায়।

প্রকাশ। তাহলে বাড়ীর দাসীকে ঘুষ দিয়ে আমি লকেট হাত করে নেব।

দেবেন্দ্র। সাবধানে কাজ ক'রো।

প্রকাশ। প্রকাশ উকীলকে সে উপদেশ দিতে হবে না।

দেবেন্দ্র। এখন অন্যত্র যাও, কেউ এসে দুজনকে একসঙ্গে দেখে ফেল্‌বে।

প্রকাশ। প্রকাশ উকীলের সঙ্গে আছ বলে লজ্জিত হচ্ছ?

দেবেন্দ্র। তা নয়। তবে আজ রাত্রে নিজকে না দেখা দেওয়াই ভালো তোমার। ভুলে যাচ্ছ, সুপ্রিয়া তোমাকে একবার দেখেছে। চিনে ফেল্‌লে ভাব্‌বে ষড়যন্ত্র করছি। (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

( ললিত এবং মতিলালের প্রবেশ )

ললিত। মেয়েরা সব কোথায় ? এত দেরী করে এলুম তাই ক্ষেপে আছে দেখ্‌ব মনে করেছিলুম।

মতি। তারা কোথায় উধাও হয়ে গেল ?

ললিত। জানি না। আচ্ছা, আবার ফিরে গিয়ে আমাদের আলোচনাটা শেষ করলে কেমন হয় ?

মতি। ( স্বগত ) খেয়েছে! ( প্রকাশ্যে ) একটু অপেক্ষা করে কেউ আস্‌ছে কিনা দেখে গেলে হয় না ?

ললিত। তাই হোক। আচ্ছা, মতি, দেবেন্দ্রকে কেমন লাগে ? বেশ লোক, না ?

মতি। আমি তার খুব ভক্ত নই।

ললিত। সে আর কি ক'রে হবে ? হাঃ! হাঃ! হাঃ! ( সুপ্রিয়া, কিরণ ও লীলার প্রবেশ ) এতক্ষণে ফিরলে তোমরা। অপেক্ষা করে করে হয়রাণ হয়ে গেছি।

লীলা। বাবা, অবাক ক'রে দিলে, এইমাত্র যে এলে তোমরা সে বুঝি আমরা টের পাইনি ?

ললিত। এইমাত্র ! কি যে বলিস্‌ ! কি বলেন মিসেস্‌ দাস ? আপনাদের জন্যে আমাদের অপেক্ষার মুহূর্ত্তটিই কি মাসেকের সমান নয় ?

সুপ্রিয়া। আপনার যৌবন যে ফিরে আস্‌ছে। কিন্তু দেবেন বাবুটি কোথায় ?

ললিত। জানি না তো। আধঘণ্টার মধ্যে তার সঙ্গে দেখা নেই।

সুপ্রিয়া। (স্বগত) এরি মধ্যে চলে গেল? (দেবেন্দ্রের প্রবেশ; সে খুব উত্তেজিত এইরূপ ভাণ করিল) (স্বগত) না, সম্ভব নয়। এখন যেন কেমন তাকে বিশ্বাস হচ্ছে না।

কিরণ। কি হয়েছে? আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

দেবেন্দ্র। এইমাত্র একটা খুব খারাপ খবর শুন্‌লুম।

কিরণ। ওঃ!

ললিত। বিশেষ খারাপ কিছু ঘটেনি তো, দেবেন?

দেবেন্দ্র। (টেলি দিয়া) আমার মা মৃত্যু শয্যায়।

ললিত। (টেলি দেখিয়া) খারাপ খবর।

দেবেন্দ্র। আমার—আমার আশঙ্কা হচ্ছে বিয়েটা স্থগিত রাখ্‌তে হবে। কাল্‌কেই আমাকে রোয়ানা হয়ে যেতে হবে।

ললিত। এটা কখন পেলে?

দেবেন্দ্র। আমার উকীল এইমাত্র নিয়ে এলেন। কলকাতা থেকে এইজন্যেই তিনি এসেছেন।

কিরণ। বেশ, ভালো কাজ করেছেন। যাননি তো তিনি?

দেবেন্দ্র। এইমাত্র চলে গেলেন, তবে সকালে আস্‌বেন আশা করি। কি করতে বল আমাকে?

কিরণ। এখনি রোয়ানা হয়ে যান। সেই তো আপনার কর্ত্তব্য।

দেবেন্দ্র। ষ্টীমার কখন যায় খোঁজ নেব এবং সেইমত বন্দোবস্ত করব।

ললিত। কতদিন হবে তোমার ফিরতে ?

দেবেন্দ্র। জানি না। মাকে কেমন গিয়ে দেখি তার উপর তা নির্ভর করছে।

ললিত। আশা করি তিনি এ যাত্রা ভালো হবেন।

দেবেন্দ্র। সে আশা নেই। এক সপ্তাহ আগে কাকার এক চিঠি পেয়েছিলুম, তাতেই জেনেছিলুম তিনি খুব অসুস্থ, তাই চলে আস্‌বার সময় আমার উকীল প্র—আমার উকীলকে বলে এসেছিলুম আমার নামে সব টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র পাঠিয়ে দিতে।

সুপ্রিয়া। (ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া) এত দেরী হয়ে গেছে ভাবিনি। আসি এখন, ললিত বাবু। আসি দেবেন্দ্র বাবু, আপনার সমুদ্র যাত্রা সুখের হোক্, আপনার মাকে গিয়ে ভালো দেখুন এই প্রার্থনা।

দেবেন্দ্র। ধন্যবাদ। ( সুপ্রিয়ার প্রতি জনান্তিকে ) দেখ্‌ছো তো, আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছি।

( সুপ্রিয়া দরজা হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রের দিকে তাকাইল। কিরণ কাঁদিয়া ফেলিল। মতিলাল সুপ্রিয়া ও দেবেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল )

---

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

( পরদিন। লীলা জিনীসপত্র গুছাইতেছে )

লীলা। আজ্‌কেই বিয়ে, আজ্‌কেই তারা চলে যাচ্ছে। দেবেন্দ্র বাবু এমন হঠাৎ বিয়েতে যে শেষে কি করে বাবাকে মত্ করালো তাই ভাবি। অটল বাবু যদি এসে বলেন—"লীলা, এখনি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে"—আমি তাতে কি এমন হঠাৎ রাজি হয়ে পড়ব, —কখখনো না। কিন্তু তিনি তা বলেন কই। ভারি লাজুক মানুষ। পেটে আছে তবু মুখ দিয়ে কথাটি বের হয় না। জিনীসপত্র গুছানো তো প্রায় ঠিক হয়ে গেল, এখন বিয়েটা হয়ে গেলেই ওরা রোয়ানা হয়ে যাবে। দিদির বিয়েতে কত আমোদ করব মনে ছিল, তা আর হলো না। রমা, রমা! (রমার প্রবেশ) এই লেবেলগুলো মালগুলোতে এঁটে দেতো।

( রমা লেবেল আঁটিয়া নিষ্ক্রান্ত )

( মতিলালের প্রবেশ )

মতি। কেমন আছ আজ, লীলা? আমার পানের কেইস্‌টা ফেলে গেছিলুম কাল রাত্রে। দেখে নিয়ে যেতে এসেছি।

লীলা। তা নিয়ে যান না। খবর শুনেছেন আশা করি ?

মতি। কি খবর ?

লীলা। দেবেন্দ্র বাবুর সঙ্গে দিদির আজই যে বিয়ে, শুক্রবারে নয়।

মতি। তুমি আমাকে আশ্চর্য্য করে দিতে চাচ্ছ। সে কি ক'রে হয় ?

লীলা। দেবেন বাবু কাল্‌কেই চলে যাচ্ছেন রেঙ্গুন, সকলের মত্ করিয়ে নিয়েছেন—বিয়ে হওয়া মাত্রই দিদিকে নিয়ে এখান থেকে রোয়ানা হয়ে যাবেন।

মতি। তোমার বাবাও মত্ দিয়েছেন ?

লীলা। হাঁ, দিয়েছেন। আপনি এবং সুপ্রিয়া দিদি চলে গেলে অনেকক্ষণ সে আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে। প্রথমটা বাবা কিছুতেই মত্ দেন নি, শেষে দিতে হলো। দেবেন বাবু সব বন্দোবস্ত করতে বেরিয়েছেন।

মতি। ললিত বাবুর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

লীলা। যাই, বলি গিয়ে। ( নিষ্ক্রান্ত )

মতি। এখন আরো পরিষ্কার ধারণা হচ্ছে এই লোকটা একটা আস্ত জোচ্চোর। কিন্তু আমি খুঁজেও কোনো প্রমাণ বের করতে পারলুম না এই তো মুস্কিল। অবিশ্যি এখন আমার চেষ্টার কোনো ফল হবে না, তবু দেখ্‌তে হচ্ছে ললিত বাবুকে বলে ক'য়ে বিয়েটা

পিছিয়ে দেওয়া যায় কি না। কিরণ এমন জোচ্চোরের স্ত্রী হবে সেটা সহ্য করা যায় না।

( ললিতের প্রবেশ )

ললিত। মতি, তুমি এসেছ, সুখী হলুম। বিয়ে পর্য্যন্ত থেকে যেতে হবে। লীলা নিশ্চয় তোমাকে সব বলেছে। সে বল্লে আমার সঙ্গে নাকি তোমার কি কথা আছে ?

মতি। এই বিয়ে সম্বন্ধেই। এত তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে ফেলাটা ভুল হচ্ছেনা ? ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে—তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে ধীরে সুস্থে অনুতাপ করতে হয়।

ললিত। কিন্তু অবস্থাটা ভেবে দেখ। দেবেন্দ্রর মা হয়ত মারা যাবেন, তাহলে বছরখানেক বিয়ে হবেনা, হয়ত কোন দিনই না হতে পারে। তারপর বুড়ীর সাধ বৌ দেখে যায়। ইত্যাদি নানা কথা ভেবে দেখ্‌লুম দুদিন পর যখন বিয়ে হবে ঠিক আছে—তা দুদিন আগেই হয়ে গেল। তবে আমোদ করা গেল আত্মীয় স্বজনকে ডাকা গেল না, এই যা দুঃখ।

মতি। দেখুন, এসব ফাঁকিও হতে পারে—বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে নেবারি কৌশল না কি কে জানে ?

ললিত। কি বল্‌ছ তুমি ?

মতি। দেবেন্দ্র বাবু সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে এসব মনে করাটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

ললিত। ওঃ। তুমি বোধ হয় তাকে সেই মেস্ থেকে তাড়ানোর কথা বল্‌ছ। সে নিজেই তো আমাকে সে কথা বলেছে। দেখ, মতি, তুমি তার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা করে রেখেছ।

মতি। এক সময় আমিও তাই ভাবতুম; কিন্তু এখন তা ভাবি না। তা ছাড়া মিসেস্ দাসকে আমি যতই প্রশংসা করি না কেন, ওঁর আর দেবেন বাবুর মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া রয়েছে বলে মনে হয়। প্রথম সাক্ষাতের সময় যে ভাবে দুজনই চম্‌কে উঠেছিল তার অর্থ রয়েছে।

ললিত। যাও! যাও! আমিই তো পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলুম, আমি তো কিছুই লক্ষ্য করিনি। নিশ্চয় বল্‌তে পারি তাদের পূর্ব্বে পরিচয় ছিল না।

মতি। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি ছিল।

ললিত। কি যে বল—হাঃ! হাঃ! হাঃ! তোমার মাথাই ঠিক নেই।

মতি। একটু চোখ খুলে রাখ্‌লেই আপনার পক্ষে এবং আপনার পরিবারের পক্ষে মঙ্গল হয়। (রাগিয়া নিষ্ক্রান্ত)

ললিত। ছোঁড়ার ঈর্ষ্যা হয়েছে, কিরণকে বিয়ে করতে পারলে না তাই। যাক্, এর সঙ্গে বক্ বক্ করে কাগজ পড়বার সময় নষ্ট করছি। (রাগিয়া নিষ্ক্রান্ত)

( রমা ও অটলের প্রবেশ ; অটলের হাতে একটা বই ও ফুলের তোড়া )

রমা। ছোট দিদিমণিকে বল্‌ব আপনি এসেছেন। (স্বগত) কাণ পেতে শুন্‌ব কি বলে ওরা। ( নিষ্ক্রান্ত )

অটল। এ ভাবে আর চল্‌ছেনা। অদৃষ্টে কি আছে জান্‌তে হবে আজই। কাল্‌কে দুবারই বল্‌ব বল্‌ব মনে করেছিলাম কিন্তু বলা হলো না। একবার রমাটা ঠিক সময়ে এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেল। কাল তো সাহস ছিল, কিন্তু আজ যেন আর সাহস হচ্ছে না। কি বল্‌ব ? আচ্ছা, যদি বলি—'লীলা, আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, তোমাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ"—তাহলে কেমন হয় ? সে হয়ত হাস্‌বে। ( দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ) না, না, কথা আগে থেকে ঠিক করে রাখা কিছু নয়, তখন যা মনে আসে তাই বল্‌ব।

( লীলার প্রবেশ )

লীলা। নমস্কার, অটল বাবু। এত সকালে আসার কারণটা জিজ্ঞেস্‌ করতে পারি কি ?

অটল। আমি—আমি সেই বইটা এনেছি, কাল রাত্রে যেটা চেয়েছিলেন আপনি।

লীলা। বেশ, বেশ। আমি তো ভুলেই গেছিলুম।

অটল। (স্বগত, কাঁদ কাঁদ ভাবে) খুব উৎসাহজনক—ভুলেই গেছিল। (প্রকাশ্যে) আস্‌বার সময় এই ফুলের

তোড়াটা পেয়ে কিনে নিয়ে এলুম—আপনি ফুল খুব ভালবাসেন কিনা।

লীলা। (তোড়া লইয়া) ধন্যবাদ, অটল বাবু। বাস্তবিক আমি ফুল খুব ভালবাসি।

অটল। (আবেগের সহিত) যদি ফুল হতুম!

লীলা। তাই হতে চান্ নাকি? এই বয়সেই মনুষ্য জীবনটা বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে! কয়দিনেই এগুলো মরে যাবে। (শুঁকিল) কি চমৎকার! (তোড়াকে আদর)

অটল। দাতার কোনো আদর নেই।

লীলা। ওঃ! ভুলেই তো গেছিলুম—আপনি তো জানেন না আজই যে দিদির বিয়ে।

অটল। এঁ্যা! কি করে?

লীলা। দেবেন বাবু টেলি পেয়ে রেঙ্গুনে তাঁর মাকে দেখ্‌তে যাচ্ছেন, দিদিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

অটল। আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে।

লীলা। আস্‌বেন কিন্তু।

অটল। তা আস্‌ব বৈকি। (নীরব)

লীলা। আজ দিনটি বেশ করেছে, না?

অটল। হাঁ। আকাশটি বেশ পরিষ্কার, না?

লীলা। হাঁ, খুব।

অটল। একটুও মেঘ নেই।

লীলা। এতটা সূক্ষ্ম ভাবে আমি আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিনি!

অটল। না,তা অবিশ্যি আমিও করিনি—আমি বল্‌তে চাচ্ছিলুম, যতদূর লক্ষ্য করিছি আকাশে মেঘ ছিল না। (স্বগত) কি যে বলি ভেবে পাইনে। (নীরব) আশা করি—আশা করি আপনার কোনো কাজের বাধা জন্মাচ্ছিনা ?

লীলা। না, এখন আমার বিশেষ কোনো কাজের তাড়া নেই।

অটল। খুসি হলুম ; কথাবার্ত্তা এমন জমে আস্‌ছিল—এখন সে মাটি হতো থাক্‌লে—

লীলা। (হাসিয়া) খুব জমে আস্‌ছিল বুঝি ! কি সম্বন্ধে না আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল ?

অটল। কি সম্বন্ধে—কি সম্বন্ধে ঠিক মনে হচ্ছে না। (স্বগত) এখন বলে ফেলি। (প্রকাশ্যে) এর পর বোধ হয় আপনার পালা আস্‌বে বিয়ে করবার ?

লীলা। সে বিয়ে ঠিক হলে তবে কথাবার্ত্তায় সময় পাওয়া যাবে।

অটল। বিয়ে ঠিক হয় তা চান আপনি ?

লীলা। সে অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে।

অটল। আমি—আমি তোমাকে খুব ভালবাসি, লীলা ; তুমি তা হয়ত বিশ্বাস কর না।

লীলা। হাঁ, করি তো।

অটল। তাহলে আশা করতে পারি কি যে তুমি একদিন আমার স্ত্রী হবে ?

লীলা। আপনি যে আমাকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দিয়েছেন। চিরকুমারী থাকব বলেই তো মনে করে-ছিলুম আমি।

অটল। জানি, আমি তোমার উপযুক্ত নই। আমাকে ক্ষমা করবে তো ?

লীলা। আপনাকে কি জন্যে ক্ষমা করতে হবে সে তো ভেবে পাচ্ছি না। তবে যদি খুসি হন বল্লে তবে বল্লুম—হাঁ, ক্ষমা করব। (উভয়ে নীরব) আপনার মত বোকা দেখিনি আমি।

অটল। জানি, বোকাই বনেছি। (দরজার দিকে গিয়া) আসি তবে, বিদায়, এখানে আর আসা হবে না কখনো।

লীলা। বেশ। (প্রস্থানোদ্যত অটলকে পুনঃ বাধা দিয়া) অটল বাবু !

অটল। (আসিয়া—সাহসের সহিত) বল।

লীলা। অটল বাবু, তুমি আমার প্রিয়তম ! বুঝ্‌লে কিনা। (কাণাকাণি করিয়া) প্রিয়তম।

অটল। সত্যি ?

লীলা। হাঁ, সত্যি।

অটল। (লীলাকে আলিঙ্গন করিয়া) সত্যি সত্যি ভালবাস আমাকে ?

লীলা। এর পরও এই প্রশ্ন করতে হবে ?

অটল। ওঃ ! আমার চেয়ে সুখী কে ? (লীলাকে চুম্বনের চেষ্টা)

লীলা। না,না,বাবার অনুমতি না নিয়ে এতটা সাহস ভালো নয়।

অটল। ওঃ! ভুলেই গেছিলুম।

লীলা। কি ভুলে গেছিলেন ?

অটল। তোমার বাবার যে সম্মতি দরকার। আচ্ছা, তিনি যদি মত্ না দেন ? (বাহু দিয়া লীলাকে জড়াইয়া)

লীলা। তাহলে নিজের মাথার খুলি নিজে উড়িয়ে দেবেন এই ভয় দেখাবেন—পকেট থেকে পিস্তল বের করে আপনি সত্যি সত্যি যে তা করতে চান দেখাবেন। কিন্তু সম্মতি পেতে কোনো মুস্কিল হবে বলে তো মনে হয় না।

(ললিত বাবুর প্রবেশ)

ললিত। এ্যাঁ! তোরা—(লীলা দৌড়িয়া পলাইল)

অটল। আমার—আমার এই আচরণের জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।

ললিত। হাঁ, আমিও তো অবাক হয়ে গেছি। তোমাদের যে দেখ্‌ছি খুবই খাতির জমে গেছে। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

অটল। (স্বগত) যাক্, মেজাজ ভালোই আছে। (প্রকাশ্যে) আমি—আমি আপনার জামাতা হতে পারলে নিজকে —নিজকে সৌভাগ্যশালী মনে করব।

ললিত। করবে নাকি ? এস লাইব্রেরী ঘরে—এ সম্বন্ধে আলাপ হবে। (নিষ্ক্রান্ত)

অটল। আশা হচ্ছে, কোনো গোল হবে না বোধ হয়

(নিষ্ক্রান্ত)

( প্রকাশ ও রমার প্রবেশ )

রমা। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, দেবেন বাবু এলেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

প্রকাশ। বেশ, রমা। দুটি টাকা উপার্জ্জন করবে, রমা ?

রমা। কি করব ?

প্রকাশ। বলি, দুটি টাকা উপার্জ্জন করবে ?

রমা। তা করব বৈকি, বাবু, আপনাদের অনুগ্রহ থাক্‌লে।

প্রকাশ। ( চিঠি দিয়া ) এই চিঠি নাও, আমি যখন এক গ্লাস জলের জন্যে তোমাকে ডাক্‌ব, তখন বুঝ্‌বে এই চিঠি দিতে হবে।

রমা। আচ্ছা, বাবু।

প্রকাশ। মনে থাকে যেন জল না চাওয়া পর্য্যন্ত চিঠি দেবে না। এই নাও টাকা। ( দিল )

রমা। থাক্‌বে মনে। ( নিষ্ক্রান্ত )

প্রকাশ। এতক্ষণ তো ভালোয় ভালোয়ই গেল। শ্রীমান্ যদি আমার প্রাপ্য না দেন তাহলে আচ্ছা করে প্রতিশোধ নিতে হবে; সেই ফটোগ্রাফের ব্যাপারটা বেশ ভালো ক'রেই সমাধা করা গেছে। ওর বাড়ীতে গিয়ে দাসীকে কিছু দিয়ে হাত করলুম, আরো দেব বল্লুম, আজ সকালে সে ফটো এনে দিলে। সুপ্রিয়ার কাছ থেকে কি করে বাগালে তা জিজ্ঞেস্ করেছিলুম, কিচ্ছু বল্লে না। এই তো সেটি পকেটেই রয়েছে—কে জানে

কখন্ কাজে লেগে বস্‌বে। কিন্তু শ্রীমান্‌কে তা বল্‌ছিনে। প্রকাশ উকীল তেমন কাঁচা ছেলে নয়।

( দেবেন্দ্রের প্রবেশ )

দেবেন্দ্র। ঠিক সময়ে এসেছ দেখ্‌ছি।

প্রকাশ। তাই এসে থাকি, ভায়া। সব ঠিক তো?

দেবেন্দ্র। হাঁ, কোনো গোল নেই। একেবারে অভাবিত-পূর্ব্ব। ফটো হাত করেছ?

প্রকাশ। হাঁ।

দেবেন্দ্র। চমৎকার! কোথায় সেটা?

প্রকাশ। ভুলে হোটেলে আমার কোটের পকেটে রেখে এসেছি।

দেবেন্দ্র। ওঃ! খারাপ করেছ। সেটি নিজ হাতে না পাওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করতে পারছি না নিজকে। শীগ্‌গীর নিয়ে এস সেটি।

প্রকাশ। তা এখনি যাচ্ছি—আমাদের কাজটা সারা হলেই।

দেবেন্দ্র। কি কাজ?

প্রকাশ। ( কাগজ দিয়া ) এই ছোট্ট কাগজটিতে তোমার নাম সই ক'রে দেওয়া মাত্রই যাব আমি।

দেবেন্দ্র। এটা কি? বিয়ের তিন মাসের মধ্যে তোমাকে দশ হাজার টাকা দেওয়ার এগ্রিমেণ্ট দেখ্‌ছি।

প্রকাশ। তাই, তাহলে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গের কষ্টটা

তোমাকে আর সইতে হবে না। আর journeyটাও আমার পছন্দ হচ্ছে না।

দেবেন্দ্র। তুমি কি ভাব্‌ছ যে আমি এতই বোকা যে এই এগ্রিমেণ্টে দস্তখত করব ?

প্রকাশ। (ভয় দেখাইয়া) আর তুমি কি এতই হাবা যে দস্তখত করবে না ?

দেবেন্দ্র। ভেবে দেখ ওর টাকার পঞ্চমাংশ এটা।

প্রকাশ। তোমার জন্যে যা করেছি তার তুলনায় কিছুই নয়। তোমাকে খুব সস্তায়ই ছাড়ছি।

দেবেন্দ্র। (বিদ্রূপের সুরে) তা তো বটেই। অর্দ্ধেক চাইলেনা যে সেই তো আমার ভাগ্যি।

প্রকাশ। আরো বেশী বকালে তাই চাইব!

দেবেন্দ্র। (কাগজে নাম সই করিয়া প্রকাশকে দিয়া) এই নাও।

প্রকাশ। বেশ। এখন গিয়ে ফটো নিয়ে আস্‌ছি।

দেবেন্দ্র। বেশী দেরী ক'রো না।

প্রকাশ। এই তো এলুম বলে। (নিষ্ক্রান্ত)

দেবেন্দ্র। যে ভাবেই হোক এই লোকটাকে দূর করতে হবে। রেঙ্গুন নিয়ে যাওয়াই ভালো একে। সেখানে গিয়ে ওকে একটা কিছু করা সহজ হবে। আমার এত কথাই সে জানে যে ওকে বাঁচ্‌তে দিলে আমি মনে কখনো শান্তি পাব না। সুপ্রিয়া ফিরে এসে বিয়ে হয়ে গেছে দেখ্‌লে গোল বাঁধাবে, কিন্তু ততক্ষণে

আমরা রোয়ানা হয়ে যাব আশা করি। প্রকাশটা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে—না, সে হয়ত তা করবে না। নিজেরই তাতে ক্ষতি। ( নিষ্ক্রান্ত )

( ললিত ও অটলের প্রবেশ )

ললিত। তাহলে অটল, এ ঠিক হয়েই রইল। লীলাকেও তুমি নিয়ে যাও—আমি একা পড়ে থাকি। আঠার মাস যাবৎ বিপত্নীক অবস্থায় আছি, এ অবস্থায় আর চল্‌বে না। মিসেস্‌ দাসের কাছে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে ফেল্‌ব ভাব্‌ছি।

অটল। আপনি বোধ হয় ঠাট্টা করছেন।

ললিত। ঠাট্টা! মোটেই নয়! আমাকে গ্রহণ করবে বলে মনে করনা ?

অটল। কি ক'রে বলি ?

ললিত। প্রত্যাখ্যান করলে "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ" আফিসে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেব ভাব্‌ছি।

অটল। সে কি ঠিক হবে ?

ললিত। নয় কেন ?

অটল। ( স্বগত ) ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে বেশী দিন শাশুড়ী ছাড়া থাকুব না আমি।

ললিত। মিসেস্‌ দাস ফিরে আসা মাত্রই বিয়ের প্রস্তাব করব। বেশ মেয়েটি, আমাকে পছন্দ করে বলেও মনে হয়।

অটল। কোনো কোনো স্ত্রীলোক বুড়োদের পছন্দ করে।

ললিত। আমাকে তুমি বুড়ো বল্‌ছ কোন্ হিসেবে ?

অটল। আপনাকে তো বলিনি। আমি একটা সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ সত্য কথা বলেছিলাম।

ললিত। ষাট বৎসর বয়স হয়েছে বলেই বুড়ো হয়ে গেলুম !

অটল। না, না। আপনি মধ্যবয়স্ক।

ললিত। ঠিক, আমি মনে করি আমার এখন যাকে বলে— prime of life.

( কিরণ এবং লীলার প্রবেশ )

কিরণ। কেমন দেখাচ্ছে আমায়, বাবা ?

ললিত। বেশ, মা। ( অটলের প্রতি ) কেমন, অটল, বেশ দেখাচ্ছে না ? ( সরিয়া গেল )

অটল। চমৎকার।

লীলা। আমার দিদির প্রশংসা ক'রে আমার ঈর্ষ্যা জন্মাবেন না বল্‌ছি। আমাকে ভালো দেখাচ্ছে বলে তো কোনো দিন প্রশংসা করেন নি।

অটল। না, সে ভ্রম আমার হয়নি। না, (জিব্ কাটিল) তা ছাড়া, সব সময়ই তোমাকে এমন ভালো দেখ্‌তে যে বিশেষ কোনো এক সময়ে প্রশংসার কোনো মানে থাকে না।

কিরণ। আমার পক্ষে খুব প্রীতিকর কথাটি !

অটল। না, না, আমি তা বল্‌ছিনে, আমি—

লীলা। ওঃ ! বুঝলুম, শিক্ষা নেই বলে কথাটা গুছিয়ে বলতে পাচ্ছেন্ না দেখ্‌ছি—না ?

( দেবেন্দ্রের প্রবেশ )

দেবেন্দ্র। অটল বাবু যে! শুনেছেন হয়ত, আর যেতে পারছেন না।

অটল। বাঃ! আমি যে মোটেই প্রস্তুত হয়ে আসিনি।

লীলা। বিয়ের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার আপনার আলাদা পোষাক আছে নাকি?

অটল। বিয়ে কর্‌তে তা দরকার না হলেও বিয়ে দেখ্‌তে তো তা দরকার।

( সুপ্রিয়া ও মতিলালের প্রবেশ )

সুপ্রিয়া। সব ঠিক হয়েছে শুন্‌ছি। কিন্তু আমার দুই একটা কথা আছে।

ললিত। বাঃ! আপনি যে চলে গেছেন, শুনেছিলুম। কেমন, দেবেন?

দেবেন্দ্র। হাঁ। ( স্বগত ) ওঃ! যায় নি! ( প্রকাশ্যে ) রোয়ানা হওয়ার সব বন্দোবস্তের কিছু বাকী রয়েছে। সে বিষয়ে সকলের মনোযোগ দরকার। মিসেস্ দাসের দু একটা কথা কাল্‌কে হলেই হবে।

ললিত। হাঁ, তা ঠিক। আমাদের সময় নেই। এর মধ্যে বিয়ের বন্দোবস্তও করা চাই।

দেবেন্দ্র। আসুন, অটল বাবু—

সুপ্রিয়া। থামুন সবে। বিয়ের বন্দোবস্তের দরকার নেই কিছু। বিয়ে হতে পারবে না।

কিরণ। সুপ্রিয়া দিদি, কি বল্‌ছ তুমি ?

সুপ্রিয়া। আমি বল্‌ছি যে এই লোকটা দেবেন্দ্র ধর নামে যে আপন পরিচয় দিচ্ছে, দেবেন্দ্র দাস নামে সে একদিন আমাকে বিয়ে করেছিল।

দেবেন্দ্র। মিথ্যা কথা। এই স্ত্রীলোকটিকে কয়েক বৎসর আগে আমি জানতুম। তখন সে আমাকে ভলবাস্‌তো, আমি সেই ভালবাসার প্রতিদান করিনি বলে তা কালক্রমে ঘৃণায় পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, এই সুযোগে সে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে। আমার স্ত্রীই যদি হবে তবে নাম পরিবর্ত্তন করে সে মিসেস্‌ দাস নামে পরিচিত হলো কেন ?

সুপ্রিয়া। নাম পরিবর্ত্তন করা যার দরকার সেই করেছে, আমি করিনি।

ললিত। নিন্‌, নিন্‌ ! নিশ্চয় কোনো ভুল হয়েছে।

সুপ্রিয়া। কোনো ভুল হয় নি।

ললিত। আপনার কোনো প্রমাণ আছে ?

সুপ্রিয়া। হাঁ।

ললিত। কোথায় ?

সুপ্রিয়া। ( লকেট্‌ দেখাইয়া ) এখানে। এতে যে ফটো রয়েছে, ওর বিয়ের দিন সে আমাকে তা দেয়। দেখুন না। বাঃ ! ( লকেট খুলিয়া ) কোথায় গেল ! কেউ চুরি করেছে।

দেবেন্দ্র। ওঃ, পাগল দেখ্‌ছি!

সুপ্রিয়া। না, পাগল নয়। শুনুন সকলে আমার কথা। বহুবৎসর পর কাল রাত্রে ওর সঙ্গে আমার এখানে দেখা। তাকে ধরিয়ে দেব বলে ভয় দেখিয়েছিলুম, কিন্তু সে আমাকে আমার মেয়ে ফিরিয়ে দেবে এবং এই বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে এস্থান চিরকালের মত আজই ত্যাগ করে যাবে এই সর্ত্তে আমি চুপ করে থাক্‌তে রাজি হই। সে আমাকে আমার মেয়ের ঠিকানা দিয়েছিল, ভেবেছিল আমি আজই তাকে আন্‌তে রোয়ানা হয়ে যাব, এবং আমার অনুপস্থিতিতে সে কিরণকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে পালাবে। সে কথা রাখ্‌বে সে সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ ছিল, তাই আমি আজ যাইনি। আমি আজ মতি বাবুর কাছে খোঁজ নিয়ে জান্‌লুম সে যায় নি, তিনিই আমাকে বিয়ের খবর দিয়েছেন।

কিরণ। তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি না, করবও না বিশ্বাস।

সুপ্রিয়া। মূঢ় মেয়ে, কি বল্‌ছ তুমি জান না। সারা জীবনটি নষ্ট করে দেবার আগে একটু থেমে ভেবে নাও!

ললিত। মিসেস্ দাস, আপনি দেবেন্দ্রের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অভিযোগ এনেছেন, এ মিথ্যা বলে প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি এই বিয়ে হতে অনুমতি দিতে পারছি না।

দেবেন্দ্র। এ যে মিথ্যা তা সহজেই আমি প্রমাণ করতে পারব। আমার বন্ধু প্রকাশ উকীল এখনি আস্‌বেন এখানে, তিনি আমার সব কথায় সাক্ষ্য দেবেন।

( প্রকাশের প্রবেশ )

প্রকাশ। (স্বগত) মিসেস্ দাস দেখ্‌ছি, তবেই হয়েছে—সব ভণ্ডুল!

দেবেন্দ্র। এঁর কথাই বলছিলুম আমি।

প্রকাশ। একটু পরে। বড় তেষ্টা পেয়েছে। (জোরে) আমাকে এক গ্লাস জল এনে দেবে কেউ?

দেবেন্দ্র। প্রকাশবাবু, আপনি আমাকে দেবেন্দ্র ধর ছাড়া আর কোনো নামে পরিচিত হতে দেখেছেন কখনো?

( রমার প্রবেশ )

প্রকাশ। এক গ্লাস জল দাও তো রমা। ( রমা নিষ্ক্রান্ত ) এই প্রশ্নের আমি জবাব দিতে চাই না।

সুপ্রিয়া। এ কি দেখ্‌ছি? এ ব্যক্তিই আমার স্বামীর উকীল।

প্রকাশ। ঠিক, ঠিক। (স্বগত) শ্রীমান্ ফ্যাসাদে পড়েছেন। আমি এখন পরিষ্কার অন্য দিকে চলে যাই।

কিরণ। তাহ'লে আপনি বল্‌তে চান যে দেবেন্দ্রধরই—

প্রকাশ। দেবেন্দ্র দাস।

ললিত। ঠিক বল্‌ছেন?

প্রকাশ। ঠিক? ঠিক নয় আমার! প্রকাশ উকীলকে বিশ্বাস করতে পারেন।

দেবেন্দ্র। আমি বিশ্বাস করে নির্ব্বোধের কাজ করেছি। ( প্রকাশের প্রতি জনান্তিকে ) এর শাস্তি পাবে তুমি।

প্রকাশ। সে দেখা যাবে। দেখুন সকলে, একটি নির্দ্দোষ মেয়ের আত্ম-বলিদান আমি পছন্দ করছি না বলে সে আমাকে শাসাচ্ছে।

দেবেন্দ্র। আমি আপনাদেরে আর কষ্ট দেব না। সকলেই এই কাহিনী বিশ্বাস করতে সংকল্প করেছেন দেখ্‌ছি। আসি আমি। ( নিষ্ক্রান্ত )

প্রকাশ। ( স্বগত ) থানা পাশের রাস্তার মোড়েই, রমা এতক্ষণে আমার চিঠি নিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়। এক্ষনি এসে পড়্‌তে লিখেছি—আস্‌তে আর দেরী হবে না তাদের। ( প্রকাশ্যে ) বেশী দূরে যেতে হবে না তাকে।

সুপ্রিয়া। কি বল্‌ছেন আপনি ?

প্রকাশ। একটা চুরি এবং একটা খুনের অভিযোগ আছে তার বিরুদ্ধে।

সকলে। খুন ! ( কিরণ পতনোন্মুখ ; লীলা তাহাকে ধরিল )

লীলা। এস, দিদি, একটু শুয়ে থাক এসে।

( কিরণ ও লীলা নিষ্ক্রান্ত )

ললিত। মিসেস্ দাস, আপনার নিকট আমি কৃতজ্ঞ, এ ঋণ জীবনে শোধবার নয়। আপনি বাধা না দিলে এই দুবৃর্ত্তের স্ত্রী হয়ে যেতো আমার মেয়ে।

সুপ্রিয়া। আমার কাছে কোনো ঋণ নেই আপনার। আমার

কর্ত্তব্য আমি করেছি। কিরণ একটি সৎ মানুষের হৃদয় অর্জ্জন করেছে, এই আঘাত কাটিয়ে উঠ্‌লে সেদিকে তার চাইবার অবসর হবে।

ললিত। (নতমস্তক মতিলালের প্রতি) মতি, আমি তোমার ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি—আমি—

মতি। আর বল্‌বেন না। সব ভুলে হয়েছে।

ললিত। এস তা হলে আমার সঙ্গে, এ বিষয়ে আলোচনা ক'রে—

মতি। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) রাজনীতি?

ললিত। না, উদ্বাহনীতি। (ললিত ও মতি নিষ্ক্রান্ত)

অটল। আমি দেখে আস্‌ছি ওদেরে। (নিষ্ক্রান্ত)

প্রকাশ। (হাত ঘষিতে ঘষিতে) মিসেস্ দাস, এখন তো আর আপনার ভয় নেই। আপনার স্বামী গ্রেপ্তার হয়ে গেলে আপনার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ আমি দেব।

সুপ্রিয়া। ধন্যবাদ, আপনার সাহায্য ছাড়াই সে আমি পারব। নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে পারেন কিনা দেখুন গিয়ে। (নিষ্ক্রান্ত)

প্রকাশ। এর মানে কি? কিছু জানে নাকি? না, না, ভয় দেখিয়েছে শুধু! (পকেট হইতে এগ্রিমেণ্ট্ বাহির করিয়া) তবু এটা নষ্ট করে ফেলাই ভালো। এখন তো আর মূল্য নেই, আমার কাছে পাওয়া গেলে বিপদ ঘট্‌তে পারে। (বাহিরে কোলাহল) একি?—

(কাগজ পকেটে পূরিল এবং বেগে বারান্দায় গেল) শ্রীমান্ যে! এ দিকেই দৌড়ে আস্‌ছে। দরজা লাগিয়ে পুলিশ না আসা পর্য্যন্ত লুকিয়ে থাকি। (সমস্ত দরজা দ্রুত লাগাইয়া পর্দ্দার অড়ালে গেল। দেবেন্দ্র ভীষণ ভাবে বেগে প্রবেশ করিয়া একে একে সব দরজায় ধাক্কা দিয়া দেখিল সব বন্ধ)

দেবেন্দ্র। ঐ পাজি প্রকাশটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি গেছি! যে জালে ধরা পড়েছি এ থেকে আর নিষ্কৃতি নেই। পুলিশ আস্‌ছে। পর্দ্দার আড়ালে লুকোই। (পর্দ্দার কাছে গিয়া প্রকাশকে দেখিল—তার গলায় চাপিয়া ধরিয়া) ওরেরে বিশ্বাসঘাতক কুক্কুর!

প্রকাশ। না, না, আমি কিছু করিনি, আাম—

দেবেন্দ্র। আরে মিথ্যুক! দরজার চাবি দাও—তাড়াতাড়ি। (প্রকাশ চাবি দিল; ডিটেক্‌টিভের প্রবেশ; দেবেন্দ্র গলায় ধরিয়া প্রকাশকে ঘুরাইয়া ডিটেক্‌টিভের হাতের মধ্যে ফেলিয়া দিল। প্রকাশ একটা দরজায় গিয়া তাহা খুলিয়া পলাইতে উদ্যত কিন্তু তার সম্মুখে একজন পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল) গেছি! যাক্, জীবিত নিতে পারবে না। (পকেট হইতে একটা শিশি বাহির করিয়া পান করিল; ডিটেক্‌টিভ্ তার হাতে হাতকড়ী লাগাইল)

(ললিতের প্রবেশ)

ললিত। এসব গোলমাল কিসের? আমার বাড়ী কি পুলিশ কোর্ট হয়ে উঠ্‌ল?

ডিটেক্‌টিভ্‌। আপনাকে বিরক্ত করলুম বলে দুঃখিত; এই ভদ্রলোকটিকে গ্রেপ্তার করতে আস্‌তে হলো।

প্রকাশ। ললিতবাবু, নিশ্চয় বল্‌তে পারি পুলিশের কোনো দোষ নেই।

দেবেন্দ্র। (প্রকাশকে দেখাইয়া) এই ব্যক্তি আমার সহচর। ওকে খানাতল্লাস করুন, প্রমাণ পাবেন।

প্রকাশ। ওঃ! নিজের উকীলের উপর এই অভিযোগ!

ডিটেক্‌টিভ্‌। মশায়, মাপ করবেন, আপনার পকেট দেখান।

প্রকাশ। কখনো নয়! এ অপমান কিছুতেই সইব না।

ডিটেক্‌টিভ্‌। (পুলিশের প্রতি) খানাতল্লাস কর। (পুলিশ প্রকাশের পকেটে হাত দিয়া কাগজ বাহির করিয়া ডিটেক্‌টিভ্‌কে দিল) (কাগজ দেখিয়া) এতেই যথেষ্ট হবে। প্রকাশ বসু, আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলুম। (হাতকড়া লাগাইল)

প্রকাশ। আমাকে গ্রেপ্তার? আপনি পাগল হয়েছেন! প্রকাশ উকীল সদ্যোজাত শিশুর মতই নির্দ্দোষ।

(সুপ্রিয়ার প্রবেশ)

দেবেন্দ্র। সুপ্রিয়া!

সুপ্রিয়া। দেবেন্দ্র দাস, এতদিনে তোমার শাস্তির দিন এসেছে।

দেবেন্দ্র। শোন, আমি মর্‌তে যাচ্ছি, তোমার প্রতি অবিচার করে যাবনা।

সুপ্রিয়া। মরতে যাচ্ছ!

ললিত। কি বল্‌ছ তুমি ?

দেবেন্দ্র। আর কয়েক মিনিট মাত্র আছি। বিষ খেয়েছি।

সকলে। বিষ !

দেবেন্দ্র। হাঁ, আমি—আমি (সুপ্রিয়ার প্রতি) তোমার সম্বন্ধে যা কুৎসা রটিয়েছিলুম তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(টলিতে লাগিল, ডিটেক্‌টিভ্‌ হাতকড়া খুলিয়া ফেলিল)

ললিত। ডাক্তার ডেকে পাঠাচ্ছি।

দেবেন্দ্র। লাভ নেই। আর কয়েক মুহূর্ত্ত আছি। সুপ্রিয়া, ক্ষমা করতে পারবে—পুরোণো প্রেমের কথা মনে করে ? (তার হাটু ভাঙ্গিয়া পড়িল)

সুপ্রিয়া। তোমাকে একদিন ভালোবেসেছিলুম, তারি স্মৃতি মনে নিয়ে নিজেও ভগবানের কাছে যেমন ক্ষমা চাই, তোমাকেও তেমনি ক্ষমা করলুম।

(দেবেন্দ্র বহু কষ্টে সুপ্রিয়ার কাছে গিয়া তার হাতটি ধরিল, তাহা চুম্বন করিল এবং পরে চীৎকার দিয়া উঠিল; তার প্রাণহীন দেহ এলাইয়া পড়িল)

